NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ ইউসেফের জোড়া গোলে নর্থইস্ট বধ ইস্টবেঙ্গলের

বেকার ভাতা শিবির ঘিরে সরকারের বিরুদ্ধে শুভেন্দুর তোপ ৩

কলকাতা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৪ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.02.2026, Vol.19, Issue No. 247, 8 Pages, Price 3.00

চলন্ত গাড়িতে যুবতীর শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার নিউ বালিগঞ্জ রোডে গত শুক্রবার রাত ১১টার সময় এক যুবতীকে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। শনিবার কসবা থানায় তিনি এ ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'কালো রঙের একটি চারচাকা গাড়ি আমার সামনে থামল। এর ভেতরে থাকা পাঁচজন যুবক আমাকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে তারা আমার সঙ্গে শ্লীলতাহানি করেছে।' অভিযোগে বলা হয়েছে, পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের পরিচয় জানা গিয়েছে, বাকি তিনজন অজ্ঞাত।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং দ্রুত তদন্ত শুরু হয়েছে। কসবা থানার কর্মকর্তারা বলছেন, 'আমরা অভিযুক্তদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।'

কসবা

পুলিশের এই পদক্ষেপের ফলে আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে যে, দ্রুতই অভিযুক্তদের সনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার পর থেকে সজাগ রয়েছে এবং কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ এলাকায় টহল জোরদার করেছে। যুবতী জানিয়েছেন, 'আমি চাই, এই ধরনের ঘটনা আর কেউ যেন সহ্য না করে। দোষীদের দ্রুত বিচার হোক।' এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও মনে করিয়ে দেওয়া হলো, রাতের আধো অন্ধকারে জনবিহীন এলাকায় নিরাপত্তা বজায় রাখা কতটা জরুরি। উল্লেখ্য, গত বছর এই কসবাতেই এক আইন কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। সেই মামলায় নাম জড়িয়েছিল ওই কলেজেরই ছাত্রনেতা (তথা অস্থায়ী কর্মী)-সহ চার জনের। তাঁদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আদালতে চার্জগঠনও হয়েছে। এই কসবাতেই বছর দুয়েক আগে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে।

সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড কমিশনেরই

গ্রহণযোগ্য নয় আবাস-বাংলার বাড়ির নথি

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: রবিবার রাজ্যের সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করার কথা জানিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে কমিশনের নির্দেশ পালন করতে হবে। তবে তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে এ বার সরাসরি সেই সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করে দিল কমিশন।

ওই সাত জনই রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজে এইআরও হিসাবে কাজ করছিলেন। তবে এসআইআরের কাজে তাঁদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, কর্তব্যে গাফিলতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলে কমিশন। সেই বিষয় উল্লেখ করে ওই সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি পাঠায় কমিশন।

কমিশনের নির্দেশ পাওয়ার পর রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে, তা-ও নবান্নকে জানাতে বলা হয়েছিল। যদিও সেই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার আগেই কমিশন নিজেই পদক্ষেপ করল। তারা সরাসরি সাসপেন্ড করল ওই আধিকারিকদের। পাশাপাশি, এইআরও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্বের দুই এইআরও সত্যজিৎ দাস এবং জয়দীপ কুণ্ডু, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির এইআরও ডালিয়া রায়চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের এইআরও শেফাউর রহমান, ফারাক্কার এইআরও নীতীশ দাস, সুতির এইআরও শেখ মুর্শিদ আলম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার এইআরও দেবাশিস বিশ্বাসকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। শুধু সাসপেন্ড নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পদক্ষেপ করার কথা জানানো হয়েছিল।

এদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' বা রাজ্য সরকারের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের নথি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যই হবে না, পশ্চিমবঙ্গের সিইও দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এই দুই প্রকল্পের নথি এসআইআরের শুনানিতে গ্রহণ করা যাবে কি না, জানতে চেয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। তাঁর প্রশ্নের জবাবেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছে কমিশন।

২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর এসআইআরের নোটিসে কমিশন বলেছিল, নথি হিসাবে সরকার অনুমোদিত বাড়ি বা জমির শংসাপত্র গ্রহণ করা যাবে। এতে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অনেকে মনে করেছিলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ার যে প্রকল্প চালু করেছে, তার নথি দেখালেও এসআইআরের কাজ হয়ে যাবে। অনেকেই শুনানিতে সেই নথি নিয়ে এসেছিলেন। বিভ্রান্তি মেটানোর জন্য কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চান মনোজ। গত ২১ জানুয়ারি বিষয়টি জানতে চেয়ে তিনি নয়াদিল্লিতে কমিশনের সদর দপ্তরে চিঠি দেন। সোমবার তার জবাব এসেছে। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, ওই দুই প্রকল্পের নথি এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সিইও-কে দেওয়া ব্যাখ্যায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছে কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট ৯ ফেব্রুয়ারির নির্দেশে বলেছে, এসআইআরের নোটিস যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা শুধুমাত্র কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নথির উপরেই ভরসা রাখতে পারবেন। কমিশনের ১৯ জানুয়ারির নির্দেশিকাতে উল্লিখিত নথিও গ্রহণযোগ্য হবে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের দেওয়া জমি বা বাড়ির শংসাপত্রের কথা উল্লেখ থাকলেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আর্থিক সাহায্যের অনুমোদন তার মধ্যে পড়ে না। তাই এই নথি গ্রহণ করা যাবে না। রাজ্যে এসআইআরের শুনানি শেষ হয়েছে। চলছে নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। যাঁরা শুনানিতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের ওই দুই প্রকল্পের নথি জমা দিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে অন্য নথি চাওয়া হতে পারে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই কড়া কমিশন। জানানো হয়েছে, কোনও বিদেশি নাগরিকের নাম তালিকায় যদি থেকে যায়, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

শপথের প্রাক্কালে শৃঙ্খলায় কঠোর তারেক

ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিএনপি। আজ সংসদ সদস্যদের সঙ্গে নতুন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভাও শপথ নেবে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা তুলে দেবে নতুন সরকারের হাতে। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তারেকই। ভোটের প্রচারপর্ব থেকেই তিনি বাংলাদেশে 'স্বাভাবিক' পরিস্থিতি ফেরানোর কথা বলে এসেছেন। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার উপরে জোর দিয়েছেন। শৃঙ্খলাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তাঁর দলের অন্দরেও।

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের দোকান ভাঙচুর, চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির অভিযোগে ইতিমধ্যেই তিন নেতাকে শো-কজ করল বিএনপি। ভোটারদের ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে আরও দু'জনকে। ভোটে জেতার পর থেকে দলীয় শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কড়া হয়েছে তারেক রহমানের দল। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেই আঞ্চলিক পরিসরে এই ধরনের পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের দোকানে হুমকি, চাঁদার জুলুমবাজি এবং ভাঙচুরের অভিযোগে বিএনপি-র তিন নেতাকে শো-কজ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফিরোজ আহমেদ, মনা পাল এবং আরজু আহমেদ। প্রত্যেকেই জেলা সংগঠনে পরিচিত মুখ। জেলা বিএনপি-র সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন, 'দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভবিষ্যতে আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে দল।'

সিরাজগঞ্জের আরও দু'জনকে দলীয় পদ থেকে সাসপেন্ড করেছে বিএনপি। তাঁরা হলেন শিহাব মণ্ডল এবং মোস্তাফিজুর রহমান মণ্ডল। দু'জনেই স্থানীয় পরিমণ্ডলে প্রভাবশালী নেতা। অভিযোগ, তাঁরা ভোটের সময় ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন, অস্ত্রশস্ত্র হাতে রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছেন এবং মারধর করেছেন। দু'জনের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই পদক্ষেপ করেছে দল।

ইরাবতীর জলও পাকিস্তানকে না

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: ইরাবতী নদীর অতিরিক্ত জল আর প্রবাহিত হয়ে যাবে না পাকিস্তানে। জম্মু ও কাশ্মীরের জল সম্পদমন্ত্রী জাভেদ আহমেদ রানা জানিয়েছেন, ৩১ মার্চের মধ্যেই শাহপুর কান্দি বাঁধের কাজ শেষ হয়ে যাবে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং পঞ্জাবের সীমান্তে তৈরি হচ্ছে সেই বাঁধ। বাঁধটি তৈরি হয়ে গেলেই ইরাবতীর অতিরিক্ত জল পাকিস্তানে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনিতে মাধোপুর নালার মাধ্যমে ইরাবতীর অতিরিক্ত জল পাকিস্তানে প্রবাহিত হয়।

গত বছর ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের নাম জড়ায়। তার পরেই সিন্ধুচুক্তি স্থগিত করে ভারত। এ বার ইরাবতীর অতিরিক্ত জল বন্ধ করতে চলেছে ভারত। জাভেদ একটি টিভি চ্যানেলকে বলেন, 'ইরাবতী নদীর অতিরিক্ত জল পাকিস্তানকে দেওয়া হবে না। এটা বন্ধ করতেই হবে।' কেন, তা-ও জানান জম্মু ও কাশ্মীরের মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কাঠুয়া এবং সাম্বা জেলা খরা অধ্যুষিত। এই প্রকল্পকে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এটা তৈরি হবে কান্দি এলাকাতেই।'

ইরাবতী নদীর জল যাতে বেশি করে কাজে লাগানো যায়, তাই এই বাঁধ তৈরির প্রকল্পে জোর দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁরই হস্তক্ষেপে দীর্ঘ সময় পরে এই প্রকল্পের কাজ পর্যালোচনা করে শুরু করা হয়েছে। পহেলগাঁও হামলার পরেই জম্মু ও কাশ্মীরে চন্দ্রভাগা নদীর উপরে চারটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগোনো হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, ২০২৭-২৮ সালে ওই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে।

সিন্ধুচুক্তির শর্ত অনুসারে, চন্দ্রভাগার জল পাকিস্তানের ব্যবহার করার কথা। কিন্তু পহেলগাঁও হামলার পর এই চুক্তি স্থগিত করে দেয় ভারত। ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী, সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির মধ্যে পূর্বমুখী শতদ্রু, বিপাশা এবং ইরাবতীর জল ভারতের প্রাপ্য। তবে পশ্চিমমুখী সিন্ধু, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তার জলে পাকিস্তানেরও অধিকার রয়েছে।

উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার পরেই জম্মু ও কাশ্মীরে চন্দ্রভাগা নদীর উপরে চারটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজের গতি বাড়ানো হয়। ২০২৭-২৮ সালে ওই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইরাবতী নদীতে বাঁধ তৈরির প্রকল্পে জোর দেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদ্রে। ২০১৮ সালের ৬ ডিসেম্বর এই প্রকল্পে অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বরাদ্দ হয় ৪৮৫.৩৮ কোটি টাকা। বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হলে এতদিন পাকিস্তানি প্রবাহিত ইরাবতীর জলে পঞ্জাবে ৫,০০০ হেক্টর এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ৩২,১৭৩ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা হবে।

প্রসঙ্গত, ভারতের সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার প্রতিবাদে হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে নালিশ ঠুকেছে পাকিস্তান। মাঝে শুনানির দিন ধার্য করে দিল্লির জবাব তলব করেছিল হেগের আদালত। যদিও দিল্লি স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা সিওএ-র এই আইনি প্রক্রিয়ার বৈধতা স্বীকার করে না। ফলে শুনানিতে অংশও নেয়নি তারা।

ফের ঘেরাও বিকাশ ভবন

নিয়োগ নিয়ে পথে চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ জট কাটাতে সরব হলেন ডিএলএড প্রার্থীরা। সোমবার 'পশ্চিমবঙ্গ এনআইওএস ডিএলএড সংগ্রাম মঞ্চ'-এর ডাকে বিকাশ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন বহু চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়োগে টালবাহানা চলছে।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিলেও ২০২২ সালের প্রক্রিয়ায় ১২৩৩ জনের নিয়োগ কার্যকর হয়নি। এক প্রতিবাদী বলেন, 'রায় স্পষ্ট ছিল। তবু কেন বাস্তবায়ন নেই, তার জবাব চাই।'

সংগঠনের আরও দাবি, মেধাতালিকার বদলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে যোগ্যতা নির্ধারণের মতো নীতিতে বৈষম্য তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন-এর সুপারিশ উপেক্ষা করে নিয়মিত টেট আয়োজন করা হয়নি বলেও অভিযোগ।

তাঁদের কথায়, 'শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও কম আসন দেখিয়ে প্রতিযোগিতা বাড়ানো হচ্ছে।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রার্থীরা।

অবিলম্বে ১২৩৩ জনকে নিয়োগ, চলমান প্রক্রিয়ায় এনআইওএস ডিএলএড প্রার্থীদের সমান সুযোগ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা আধিকারিক গৌতম পালের পদত্যাগ, এই তিন দাবিতেই জোর দিয়েছে মঞ্চ।

বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, 'দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।' বিকাশ ভবন চত্বরে দিনভর উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কৃত্রিম মেধায় 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়'

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে উদ্বোধন হল ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নয়া অধ্যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র প্রভাব নিয়ে পাঁচ দিনের সম্মেলন শুরু হল নয়াদিল্লিতে। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় ভারত মণ্ডপমে এই সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলন শুরু হওয়ার পর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়' (সকলের ভাল, সকলের সুখ)-এর বার্তা দিয়েছেন। এই এক্সপোয় সামিটের পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব প্রয়োগের একটি জাতীয় প্রদর্শনী তুলে ধরা হবে। সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'এআই নিয়ে আলোচনায় গোটা বিশ্ব সমবেত হয়েছে। আজ থেকে দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট-এর আয়োজন করছে। আমি রাষ্ট্রপ্রধান, শিল্পকর্তা, উদ্যোগপতি, নীতিনির্ধারক, গবেষকদের এই সম্মেলনে স্বাগত জানাচ্ছি।' একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'এই সম্মেলনের বিষয়বস্তু হল সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়। অর্থাৎ, সকলের ভাল। সকলের সুখ। এটি আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মানুষকেন্দ্রিক উন্নতিতে ব্যবহার করার বিষয়ে আমাদের যৌথ দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে।'

এই সম্মেলনের পোশাকি নাম 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'। এই সম্মেলনে যোগ দেবেন গুগ্‌লের সুন্দর পিচাই, ওপেনএআই-এর স্যাম অল্টম্যান-সহ কমবেশি ৪০টি সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা। যোগ দেবেন ২০টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা শীর্ষস্থানীয় নেতারা। আগামী বৃহস্পতিবার এই সম্মেলনে বক্তৃতা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলন চলাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান এবং উদ্যোগপতিদের সঙ্গে বৈঠকও করবেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, গ্লোবাল সাউথে এই সিরিজের প্রথম বৈশ্বিক এআই সম্মেলন আয়োজন করছে ভারত। প্যারিস, বার্লিন, অসলো, নিউ ইয়র্ক, জেনিভা, ব্যাঙ্কক ও টোকিও-সহ বিভিন্ন শহরে একাধিক জনপরামর্শ ও আন্তর্জাতিক বৈঠকের পর এই সামিটের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। 'পিপল, প্ল্যানেট, প্রগ্রেস' - এই তিন সূত্রকে

সামনে রেখেই মানবকেন্দ্রিক ও পরিবেশ-সচেতন প্রযুক্তি ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণ করবে, এমনটাই প্রত্যাশা আয়োজকদের।

এই সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেসেরও এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ মানুষ নাম নথিভুক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই কৃষক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা মানুষ।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানা গিয়েছে, মাক্রোঁ, লুলা ছাড়াও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরাকুমার দিশানায়েকে, গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিস এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। তা ছাড়াও আমন্ত্রিতের তালিকায় রয়েছেন ফিনল্যান্ড, বলিভিয়া, সার্বিয়া, স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, মরিশাস, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সুইৎজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধানেরা।

সম্প্রতি ভারতের এআই বিপ্লবকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি বলেছিলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতি মুহূর্তে আমাদের অর্থনীতি এবং সমাজনীতিতে প্রভাব তৈরি করছে। সেই কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের মতো কর্মসূচি শুরু করেছে। আমার বিশ্বাস এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে চলা এআই-বিপ্লবে ভারতও সামিল হয়ে যাবে।'

রাজস্থানের কারখানায় জীবন্ত দগ্ধ আট শ্রমিক

জয়পুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি: রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে অন্তত আট জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কা, ভিতরে আটকে আছেন আরও এক জন। অভিযোগ, রাসায়নিক কারখানার ভিতরে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করা হচ্ছিল। তা থেকেই অসাবধানতায় বিস্ফোরণ হয়েছে এবং আগুন ধরে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কারখানার ভিতর থেকে একাধিক বিস্ফোরণের শধ শোনা গিয়েছে।

রাজস্থানের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীও। তাঁর দপ্তর থেকে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'রাজস্থানের ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে কারখানাটিতে অন্তত ২৫ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। ওই এলাকায় আরও কারখানা ছিল। আগুন লাগার খবর পেয়ে সেগুলিও খালি করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিরাপদ দূরত্বে। কারখানার ভিতরে

প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত করা ছিল বলে অভিযোগ। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় দমকল আগুন আয়ত্তে এনেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা কারখানা থেকে অন্তত তিন থেকে চারটি বড় বিস্ফোরণের শধ শুনেছেন। এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, আলওয়ারের ভিওয়াড়ি শহরের ওই রাসায়নিক কারখানায় সোমবার সকালে আচমকা আগুন লেগে যায়। সাতটি দেহ ভিতর থেকে বার করে পুলিশ। পরে উদ্ধার করা হয় আরও একটি দেহ। মৃতদের সকলেই উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের বাসিন্দা। ভিওয়াড়ির সহকারী জেলাশাসক সুস্মিতা মিশ্র জানিয়েছেন, এলাকায় দৈনন্দিন টহলদারির সময় কারখানা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন পুলিশ আধিকারিকেরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় দমকলে।

দমকল অধিকর্তা রাজু খান জানিয়েছেন, গত কয়েক মাস ধরে এই কারখানাটি বন্ধ পড়ে ছিল। তবে ভিতরে বেআইনি ভাবে বাজি তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬০৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Protap Mondal S/o. Late Rabin Mondal, R/o. Amarpur, Sugandhya, Polba, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্টে আমার মাতার সঠিক নাম Saraswati Ghosh-এর পরিবর্তে Saraswati Mondal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার মাতা Saraswati Ghosh & Saraswati Mondal D/o. Late Ranjit Ghosh & W/o. Late Rabin Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Lakshman Ch. Roy, Lakshan Chandra Ray ও Lakshman Chandra Kora S/o. Ajoy Krishna Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Akhtar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rajab Ali Saikh ও Sk Rajab Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Anup Ghosh S/o. Shailen Ghosh ও Anup Kumar Ghosh S/o. K. R. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Masuda Khatun W/o. Md Amjed Hossain ও Masuda Khatun W/o. A. Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৯৮৯ নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Inul Rahaman S/o. Late Sk Ajit Ali, R/o. Itagarh, Mohipalpur, Balagarh, Hooghly-712146, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৮ বলাগড় বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১৩৯, ক্রমিক নাম্বার ৭১২, হুগলী) আমার পিতার সঠিক নাম Sk Ajit Ali S/o. Sk Helani-এর পরিবর্তে Haque Mohammad Ajijul S/o. Sk Helani ও আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ডে পিতার নাম Sk Azit Ali লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Sk Ajit Ali, Haque Mohammad Ajijul & Sk Azit Ali S/o. Sk Helani একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

Change of Name

I, **RABISANKAR NAG** S/o Late **GUNADHAR NAG,** R/o at Haripur Kismat, Benapur Chaita, P.O.- Benapur, P.S.-KGP(L), Dist.- Paschim Medinipur, PIN - 721301, W.B. hereby declared that in my Driving Licence No.- WB35 20180022795 my father's name wrongly written as **SUKUMAR NAG** instead of his actual name **GUNADHAR NAG** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no.- 7, dated 02/01/26. **GUNADHAR NAG** and **SUKUMAR NAG** is same one and identical person i.e. my father.

CHANGE OF NAME

I, **Aruna Chatterjee** W/o. Paresh Nath Chatterjee residing at 218 Kabi Nabin Sen Road, Kolkata-700028, have changed my name and shall henceforth be known as **Aruna Pal** as declared before the First Class Judicial Magistrate, Barasat Judges' Court, North 24 Parganas vide Affidavit No. 4587 dt. 22-12-2025. **Aruna Chatterjee** and **Aruna Pal** both are same and identical person.

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি Sovana Samanta স্বামী Binoy Mondal ঠিকানা সাং + পোঃ দ্বারিবেড়িয়া, থানা সুতাহাটা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর নোটারি পাবলিক তমলুক কোর্ট এর এফিডেভিট দ্বারা Sovana Samanta Mondal নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং ১০৬৪ তারিখ ১৬.০২.২৬ Sovana Samanta এবং Sovana Samanta Mondal একই ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, লক্ষণ সরকার, পিতা- সুশান্ত সরকার, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R. ২৪১৬৮ নং দাগে L.R-২২১১৫ নং খতিয়ান হইতে ৩.৩০ শতক জমি ইং 21/09/2015 তারিখে কৃষ্ণনগর D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-475/2015 নং আমমোক্তারনামা মূলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং- 06/12/2017 তারিখে I-8954/2017 নং দলিলে জমি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর অবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি রাজু দেবনাথ পিতা জীতেন দেবনাথ, সাং- মাজদিয়া স্কুল মাঠ চর ব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৮ নং মাজদিয়া মৌজার এল. আর.- ২৯১৬ নং খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ২৮৮ নং দাগের ১.৫৩ শতক ও এল. আর. ২৯১৫ খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ২৮৮ নং দাগের ১.৭৭ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে এ. ডি. এস. আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৪৫ নং আমমোক্তার দলিল বলে উভয়ের সাং- চরস্বরূপগঞ্জ গাদিগাছা, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী শ্রীকুমার দেবনাথ ও শিশির দেবনাথ ভয়ের পিতা শম্ভু দেবনাথ-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৮/০৭/২০২৩ তারিখে এ. ডি. এস. আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ২২৬৫ নং দলিল দ্বারা সাং- বিপ্রনগর দক্ষিণপাড়া, পোঃ- মহেশগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিবাসী প্রশান্ত চক্রবর্তী, পিতা- মনোহর চক্রবর্তী- কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

NOTICE

"Notice is given to all that Smt. Madhabi Ghosh, is the present owner of land measuring about 3.753 Decimals (as per Porcha land measurement 04 Decimals) more or less, Mouza –Manasapota, R.S. Khatian No. 251, L.R. Khatian No. 1076 at present L.R. Khatian No. 2142, under R.S and L.R. Dag No.270, under P.S. Chakdaha, within Chanduria-1 Gram Panchayat, District – Nadia. The Deed being No. 2268 for the year 2004 is lost / misplaced from the present owner General Diary was lodged with Chakdaha Police Station Ranaghat Police District Nadia, vide G.D.E. No. 1878 dated 30-01-2026. Any person having any objection/claim in the above property please contact the undersigned within 10 days strictly as advised. Biman Kumar Das & Associates Advocates 12/2,Old Post Office Street,Kolkata–700001.Ph.033-4003-8952 M: 9830238836"

বিজ্ঞপ্তি

জেলা জজ আদালত হুগলী – চুঁচুড়া
মিস কেস নং ২০/২০২৫
দরখাস্তকারী:- শ্রাবন্তী দাস ও অন্যান্য
প্রতিপক্ষ:-মহঃ হবিবর রহমান ও অন্যান্য

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে **শ্রাবন্তী দাস,** স্বামী- নিরজকান্তি দাস সাং- বেরুই পোঃ- ইলছোবা মন্ডলাই, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, তাহার নাবালক পুত্র **প্রিয়ং দাস** এর নামে - (১) জেলা হুগলী, থানা- পাণ্ডুয়া, মৌজা দাইবোয়া, জে.এল.নং- ১১০, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০১, সাবেক ও হাল দাগ নং- ৫৫ শ্রেণী- শালী (বর্তমানে পতিত ভিটি), পরিমাণ মোট ৭৭ শতকের মধ্যে পশ্চিম দিকে ১/৩ অংশে অর্থাৎ ২০.৯২ শতক প্রত্যেকের, (২) জেলা হুগলী থানা পান্ডুয়া মৌজা সাইবোনা, জে.এল.নং- ১১০, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০৯ সাবেক ও হাল দাগ নং- ৫৬/৪৯১ শ্রেণী- শালী (বর্তমানে পতিত ভিটি), পরিমাণ ১৬ আনায় ৮ শতকের মধ্যে পশ্চিমদিকে ২.৪৩ শতকের মধ্যে ১/৩ অংশে বিক্রীত সম্পত্তি উক্ত নাবালক **প্রিয়ং দাস** এর লেখাপড়ার খরচার জন্য উক্ত জমিটি বিক্রয় হইবে। যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তিনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবু দ্বারা অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে কারণ দর্শাইবেন নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে। ইতি -
বাদীর পক্ষে উকিলবাবু
হারাধন ঘোষ (এ্যাডভোকেট)
আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী
ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, ফাস্ট ট্র্যাক, অ্যাট চন্দননগর
রেফ: ম্যাট স্যুট নং- ১০০/২০২১
পিটিশনার: রুম্পা পাল
বনাম
রেস্পন্ডেন্ট: সোমনাথ পাল
পিটিশনারের তরফ হইতে ড্রাফ্ট পেপার পাবলিকেশন দাখিল করা হইল

অত্র পিটিশনারের বিনীত নিবেদন এই যে, এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **রুম্পা পাল,** স্বামী- সোমনাথ পাল, পিতা- শ্রী জহর পাল, সাং- গ্রাম- বিলকুলী (দক্ষিণ পাড়া), পোঃ- খলিসানী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪, তার স্বামী শ্রী **সোমনাথ পাল,** পিতা- শ্রী অশোক পাল, সাং- চকছট্টা, পোঃ- রায়পুর, থানা- কালিতলা আশুতি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, -এর বিরুদ্ধে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, ১৯৫৫, আইনের ১৩(১)(ia)(ib) ধারা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের মকদ্দমা দাখিল করেছেন যার নং ম্যাট স্যুট নং- ১০০/২০২১ যা বর্তমানে লার্নেড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, অ্যাট চন্দননগর আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এতদ্দ্বারা উক্ত **সোমনাথ পাল** মহাশয়কে উক্ত মোকর্দ্দমায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত মহামান্য আদালতের নিকট উপস্থিত হয়ে তার জবাব দিতে সূচিত করা হচ্ছে।
তারিখ- ২৭.১১.২০২৫
স্থান- চন্দননগর আদালত
আমার সেরেস্তায় আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হইল- **সন্দীপন সেন শর্মা** (আইনজীবী)
অভিষেক চক্রবর্তী
সেরেস্তাদার মহাশয়ের স্বাক্ষর
Bench Clerk
Additional District & Sessions Judge Fast Track Court,
Chandannagore

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **শ্রী ইন্দ্রনীল চৌধুরী** পিতা – মৃত দেবদাস চৌধুরী, সাং – স্টেশন রোড, চুঁচুড়া হুগলী গত ইংরাজী ১৪।০১।২০২৬ তারিখে আমার একটি দলিল যাহার নম্বর ৪১৫০/১৯৭০ আমার বাড়ির সামনের বাজারে জেরক্স করতে যাওয়ার সময় হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজ করে পাওয়া যায়নি। আমি চুঁচুড়া থানায় একটি ডায়েরী করি, যাহার নম্বর – ৫৮০ তাং ১০।০২।২০২৬। উক্ত দলিল কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে/ব্যাংকে রেখে আমি কোন ঋণ গ্রহন করি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গৌতম সরকার, পিতা- অনুকূল চন্দ্র সরকার বিগত 25/04/2002 তারিখে বারাসাত D.S.R-2 অফিসে 188 নং আমমোক্তার এবং A.D.S.R কদম্বগাছি 176 নং আমমোক্তার, নিযুক্তীয় গোপাল চন্দ্র মিস্ত্রী, মৌজা- জয়পুল J.L.- 126, R.S. & L.R. দাগ 2020, খতিয়ান L.R.- 5158/1, 5185 ভুক্ত, বিলান 6 কাঠা 8 ছটাক 5415/2012 সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কনো আপত্তি থাকিলে 30 দিনের মধ্যে বারাসাত- I B.L & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

Yasser Arafat
Advocate
Barasat Judges Court

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী
ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, ফাস্ট ট্র্যাক, অ্যাট চন্দননগর
রেফ: মিস. জুডিশিয়াল কেস নং- ১৯/২০২১
উদ্ভূত হইয়াছে ম্যাট স্যুট নং- ১০০/২০২১ হইতে
পিটিশনার: রুম্পা পাল
বনাম
রেস্পন্ডেন্ট: সোমনাথ পাল
পিটিশনারের তরফ হইতে ড্রাফ্ট পেপার পাবলিকেশন দাখিল করা হইল

অত্র পিটিশনারের বিনীত নিবেদন এই যে, এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **রুম্পা পাল,** স্বামী- সোমনাথ পাল, পিতা- শ্রী জহর পাল, সাং- গ্রাম- বিলকুলী (দক্ষিণ পাড়া), পোঃ- খলিসানী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪, তার স্বামী শ্রী সোমনাথ পাল, পিতা- শ্রী অশোক পাল, সাং- চকছট্টা, পোঃ- রায়পুর, থানা- কালীতলা আশুতি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, -এর বিরুদ্ধে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, ১৯৫৫, আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী অ্যালিমোনি পেন্ডেন্টি লাইট -এর মোকর্দ্দমা করেছেন যার নং মিস. জুডিশিয়াল **কেস নং- ১৯/২০২১** যা বর্তমানে লার্নেড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, অ্যাট চন্দননগর আদালতে বিচারাধীন রয়েছে যা উক্ত মহামান্য আদালতে বিচারাধীন ম্যাট স্যুট নং-১০০/২০২১ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এতদ্বারা উক্ত **সোমনাথ পাল** মহাশয়কে উক্ত মকদ্দমায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত মহামান্য আদালতের নিকট উপস্থিত হয়ে তার জবাব দিতে সূচিত করা হচ্ছে।
তারিখ- ২৭.১১. ২০২৫
স্থান- চন্দননগর আদালত
আমার সেরেস্তায় আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হইল- **সন্দীপন সেন শর্মা** (আইনজীবী)
অভিষেক চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার মহাশয়ের স্বাক্ষর
Bench Clerk
Additional District & Sessions Judge Fast Track Court,
Chandannagore

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো যাচ্ছে যে, **বিপিন সরেন,** পিতা - মৃত চন্দ্র সরেন, দেওয়ানমারো গ্রামের বাসিন্দা, দেওয়ানমারো, পোস্ট অফিস, হরিয়াতারা, থানা-খড়গপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড- ৭২১৩০৪, ৫.০২.২০২৬ তারিখে, পি.এস.-খড়গপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর এর মৌজা- দেওয়ানমারো আইমা, জে.এল. নং ০৮৬-এর মধ্যে, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৮১৪ এবং ৮১৫-এর ৩৫৩ ডেসিমেলের মধ্যে প্রায় ৩৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের শালী জমির অংশ কিনেছেন। এটি ADSR খড়গপুরের অফিসে সম্পাদিত একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে নং I ০৮০৫ ২০২৬ সালের জন্য।
বিপিন সরেন ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির চুক্তি লেনদেনকারী যে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব ঝুঁকি এবং ঝুঁকিতে তা করবেন।
যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
প্রবীণ চোপড়া, অ্যাডভোকেট
আলিপুর জজ কোর্ট,
কলকাতা-৭০০০২৭
Mob- 9830567597

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ৪ ঠা ফাল্গুন। মঙ্গলবার। অষ্টমী তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(অমাবস্যা তিথি। সূর্য গ্রহণ, ভারতে অদৃশ্য।
কবি জীবনানন্দ দাসের র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিগত ১৫ বছরে শুধু তৃণমূলিদের উন্নয়ন হয়েছে: তাপস রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিগত পনেরো বছরে শুধু তৃণমূলিদের উন্নয়ন হয়েছে। সোমবার দলের চার্জশিট পেশ অনুষ্ঠানে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়। এদিন তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে ব্যানার্জি পরিবারের উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় মমতা ঘনিষ্ঠদের উন্নতি হয়েছে। তৃণমূলের পদাধিকারী ও জন প্রতিনিধিদের উন্নতি হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সামগ্রিকভাবে বাংলার উন্নয়নের জন্য 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'। প্রসঙ্গত, বরানগরে ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে বরানগরের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায় বলেন, বরানগরে নিয়ন্ত্রণ নেই। বরানগরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় একের পর এক ঘটনা ঘটছে। আগামীতে আরও ঘটবে। তিনি জানান, কিছুদিন আগে দু'জন ব্যবসায়ী তাঁর বাড়িতে এসে অভিযোগ জানিয়ে গেছেন। তাঁদের নাকি ব্যবসা করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে সম্পূর্ণরূপে তোলাবাজি বন্ধ করা হবে। প্রসঙ্গত, জনসাধারণকে অবগত করতে এদিন ব্যারাকপুর, নোয়াপাড়া, আমডাঙা ও নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের চুরি ও দুর্নীতি সংক্রান্ত চার্জশিট তুলে ধরেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস রায় বলেন, বাংলা জুড়ে যেমন দুর্বৃত্তরাজ, দুষ্কৃতীরাজ ও পুলিশি রাজ চলছে। ওই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর অভিযোগ, পুকুর কিংবা জলাভূমি ভরাট করে ওই চারটি কেন্দ্রে অবৈধ নির্মাণ কার্য হয়েছে। তাঁর কথায়, একাধিক কলকারখানা, জুটমিল বন্ধ। অথচ বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যাপারে শাসকদলের কোনও উদ্যোগ নেই। উক্ত চার্জশিট পেশ অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ ও জেলার মুখপাত্র আবিষ্কার ভট্টাচার্য।

ধান উৎপাদনে পূর্ব বর্ধমানকে পিছনে ফেলল বাঁকুড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধান উৎপাদনের নিরিখে বাঁকুড়া এ বছর রাজ্যের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার 'ধানের ভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমানকে পিছনে ফেলে এই সাফল্য অর্জন করেছে ওই জেলা। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর বাঁকুড়ায় ধানচাষের আওতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মোট প্রায় ৩.৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষ হয়েছে। গড় ফলন হয়েছে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫ টন। ধান

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এতদিন পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলি রাজ্যে অগ্রগণ্য ছিল। সেই তালিকায় এবার গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিল বাঁকুড়া।

প্রশাসনের দাবি, গত বছরের চার মাসের পর্যাপ্ত বর্ষা এই সাফল্যের অন্যতম কারণ। সেই সঙ্গে মানসম্মত বীজের জোগান এবং সেচব্যবস্থার উন্নত ব্যবস্থাপনাও ফলনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (সিএডিসি)-এর চেয়ারম্যান সুবাশিস বটব্যাল জানান, আগে যেসব জমিতে ধানচাষ করা কঠিন ছিল, গত বছরের অনুকূল আবহাওয়ার কারণে সে সব জমিতেও চাষ করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সিড কর্পোরেশন এবং সিএডিসি-র সোনামুখি প্রকল্পের মাধ্যমে সময়মতো মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা হয়। বীজ বিতরণের আগে তার গুণমান যাচাই করা হয় এবং কৃষকদের সুবিধার জন্য একাধিক বিক্রয় কাউন্টার খোলা হয়। তিনি আরও জানান, পূর্ব বর্ধমান ও বীরভূম থেকেও বহু কৃষক সিএডিসি-র সোনামুখি প্রকল্প থেকে বীজ সংগ্রহ করেছেন, কারণ এই প্রকল্প মানসম্মত বীজ সরবরাহের জন্য পরিচিত।

আগামী খরিফ মরশুমেও এই ধারা বজায় রাখতে জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে। প্রতিটি ব্লকে কৃষক বাজারে বীজ বিক্রির কাউন্টার খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে কৃষকরা সহজেই ধানচাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ সংগ্রহ করতে পারেন।

নো কস্ট মডেলে উত্তরের নদীর ড্রেজিং শুরুর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সেচ দপ্তর নতুন মডেলে রাজ্যের কোষাগার থেকে কোনও খরচ না করিয়েই পলি তোলার কাজ শুরু করতে চলেছে। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, এই 'নো কস্ট' মডেলে বনাঞ্চলের বাইরে মোট ১১৪.৭৬ কিলোমিটার নদীপথে বর্ষার আগেই ড্রেজিং করা হবে। বর্ষার পরে আরও ২৪.৩৫ কিলোমিটার নদীপথে পুনরুজ্জীবনের কাজ হবে। পাশাপাশি বন দপ্তরের তরফে ৭৮.০৩ কিলোমিটার নদীপথে ড্রেজিংয়ের দায়িত্ব নেওয়া হবে। এর সঙ্গে ভাঙনপ্রবণ নদীতীর ধরে মোট ১৩৬ কিলোমিটার এলাকায় গাছ লাগানো হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ষার পরে আরও ৬৩ কিলোমিটার এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হবে।

গত বছরের ৪ ও ৫ অক্টোবর প্রবল বৃষ্টিতে ভুটান থেকে নেমে আসা আন্তঃসীমান্ত নদীগুলিতে হড়পা বানের জেরে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বাঁধ ভাঙন ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় নদীর তলদেশ থেকে কত পরিমাণ বালি ও পলি তোলা যাবে, তা নির্ধারণ করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন। সর্বোচ্চ দরদাতাকে কাজ দেওয়া হবে। নদী থেকে উত্তোলিত বালি ও পলির উপর রাজ্য প্রিমিয়াম বা রয়্যালটি নেবে, আর সেই অর্থেই ড্রেজিং ও পলি অপসারণের কাজ চালানো হবে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ইতিমধ্যেই এই মডেলে ডি-সিল্টিং প্রকল্প চালু হয়েছে। সেখান থেকে রাজ্যের আয় হয়েছে প্রায় ১৫৪ কোটি টাকা। দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্য জুড়ে প্রায় ১,৩৪৩ কিলোমিটার নদীপথ জুড়ে ১৫৭টি ড্রেজিং প্রকল্প নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখান থেকে প্রায় ৩৯১ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রকল্পগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

আইআইএফএল ফিন্যান্সের উদ্যোগ

কলকাতা আইআইএফএল ফিন্যান্স লিমিটেড ভারতের অন্যতম নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসিএস) ঘোষণা করে একটি পাবলিক ইস্যু লঞ্চ করল, যেখানে নন-কনভার্টেবল ডিবেঞ্চার ৫০০ কোটি ও ১৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ওভারসাবস্ক্রিপশন ধরে রাখার জন্য গ্রিন শু বিকল্প হিসেবে থাকবে, যার মোটি পরিমাণ হবে ২০০০কোটি টাকা। এনসিডিগুলি বার্ষিক ৯ শতাংশ পর্যন্ত কার্যকর লাভ প্রদান করে, যার বিনিয়োগের মেয়াদ ২৪ মাস, ৩৬ মাস এবং ৬০ মাস। বিনিয়োগকারীরা একাধিক সুদ প্রদানের বিকল্প থেকে বেছে নিতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে মাসিক, বার্ষিক এবং ক্রমবর্ধমান। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআইএফএল ক্যাপিটাল সার্ভিস লিমিটেডের ডিরেক্টর গৌরব মিশ্রা, আইআইএফএল অ্যাসোসিয়েট বিজনেজ হেড নীলয় ঘোষ।

ভোটের মুখে সিপিএমে ভাঙন, সদস্যপদ ছাড়লেন প্রতীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলিমুদ্দিনে অস্বস্তি বাড়াল এক পদত্যাগপত্র। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-এর উদ্দেশে চিঠি পাঠিয়ে দলীয় সব দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রতীক উর রহমান। একসময় ছাত্র সংগঠনের শীর্ষপদে থাকা এই নেতার এমন সিদ্ধান্তে বাম শিবিরে প্রশ্নের ঝড় উঠেছে। চিঠিতে প্রতীক স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, দলীয় নেতৃত্বের সাম্প্রতিক কিছু ভাবনা ও কাজের ধরন আমার বিবেকের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করছে। এই অবস্থায় দায়িত্বে থাকা সম্ভব নয়। আরও জানিয়েছেন, সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদও ত্যাগ করছেন তিনি।

দলের অন্দরে কানাঘুষো, মতপার্থক্য নাকি নতুন নয়; অনেকদিন ধরেই অস্বস্তি জমছিল। গত লোকসভায় ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি-এর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন প্রতীক। সেই প্রার্থীই আজ দলছাড়া, ফলে রাজনৈতিক মহলে কটাক্ষ; ভোটের আগে বামদলে 'ঐক্য'র স্লোগান কতটা জোরালো? যদিও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা নেতৃত্বের দাবি, তাদের কাছে নাকি আনুষ্ঠানিক বার্তা পৌঁছায়নি। জেলা সম্পাদক রতন বাগচী বলেন, আমার কাছে কোনও চিঠি আসেনি। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। ভোটের আগে সংগঠনের ভিত নড়বড়ে হলে আদর্শের বুলি কতটা কার্যকর; সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।

পুরসভায় কুরুচির ঝড়, তৃণমূল কাউন্সিলরের মন্তব্যে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার বাজেট বৈঠক এদিন কার্যত বিতর্কের মঞ্চে পরিণত হল। সিরিটি শ্মশান সংক্রান্ত আলোচনার মাঝেই শাসকদলের এক কাউন্সিলরের মন্তব্য ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, বিরোধী দলের প্রবীণ মহিলা কাউন্সিলরকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন তৃণমূলের এক সদস্য।

ঘটনার সূত্রপাত শ্মশান চত্বরের পার্কিং সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলাকে কেন্দ্র করে। সেই সময় পিছনের সারি থেকে শাসক শিবিরের এক জনপ্রতিনিধি মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। বিরোধীদের দাবি, মন্তব্যটি শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নারীর প্রতি চরম অসম্মানও বটে। বিজেপি কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরহিত ক্ষোভ উগরে বলেন, আমি জীবিত মানুষ। আমাকে শ্মশানে পাঠানোর কথা বলা মানে সরাসরি অপমান। ক্ষমা চাইতেই হবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সভানেত্রী মালা রায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, এ ধরনের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অভিযুক্ত কাউন্সিলর পাল্টা দাবি করেন, আমার কথার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্য ছিল না।

বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, পুরসভায় শাসকদলের আচরণ দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তাঁদের কথায়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে তৃণমূলের সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দেড় দিনে ৬.৫৫ লক্ষ আবেদন, যুবসাথী ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের 'যুবসাথী' প্রকল্পে সাড়া চোখে পড়ার মতো। মাত্র দেড় দিনের মধ্যে আবেদন জমা পড়েছে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৯৩টি। জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে শীর্ষে মুর্শিদাবাদ; ৭৭ হাজার ৭৯০। তার পরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৪৯, ৪৪৯), বাঁকুড়া (৪৮,১২২), পুরুলিয়া (৪৬,৯৪৫) ও উত্তর ২৪ পরগনা (৪৪, ৩২৬)। কলকাতায় আবেদন সংখ্যা ১৫,৭৮০। পাহাড়ে তুলনামূলক কম সাড়া; দার্জিলিংয়ে ৮,৯১৯ এবং কালিম্পংয়ে ২,৭১৪। সংখ্যার নিরিখে প্রকল্পটি শুরুতেই ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে বলেই মত প্রশাসনিক মহলের একাংশের। তবে এই উচ্ছ্বাসের মাঝেই কটাক্ষ ছুঁড়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এই প্রকল্প আসলে ভাতা বিলির রাজনীতি। কাজের সুযোগ না দিয়ে তরুণদের লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে। আরও বলেন, এভাবে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে ভোটব্যাংক তৈরির চেষ্টা চলছে।

শাসকদলের তরফে অবশ্য পাল্টা যুক্তি; আর্থিক সহায়তা সাময়িক ভরসা জোগাবে এবং কর্মসংস্থানের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ। ফলে একদিকে বিপুল আবেদন, অন্যদিকে তীব্র রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ; 'যুবসাথী' এখন শুধু প্রশাসনিক প্রকল্প নয়, ভোটের আবহে তা পরিণত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এক হাতিয়ার।

দুর্গাপুরে বিশেষ সক্ষমদের ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অন্যান্য সরকারি প্রকল্পে ভাতার অঙ্ক বাড়লেও বিশেষভাবে সক্ষমদের মাসিক ভাতা এখনও ২০১৮ সালের নির্ধারিত ১,০০০ টাকাতেই আটকে রয়েছে। এই অভিযোগ তুলে রাস্তায় নামলেন প্রায় হাজারখানেক মানুষ।

সোমবার ভগত সিং স্টেডিয়াম থেকে হুইল চেয়ারে বসে প্রতিবাদ মিছিল করে তাঁরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছান এবং স্মারকলিপি জমা দেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, অবিলম্বে ভাতা বাড়িয়ে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা করতে হবে। দাবি না মানা হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৪ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার

১০ হাজার সভার লক্ষ্য

■ বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে বাংলায় প্রচারের রূপরেখা চূড়ান্ত করল বিজেপি। গত শনিবার প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠকে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কৌশল নির্ধারণ করেন। সূত্রের দাবি, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল; কী বার্তা নিয়ে মানুষের সামনে যাবে দল এবং কোন ইস্যুতে জনমত গড়ে তোলা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি শক্তিকেন্দ্র এলাকায় ধারাবাহিক সভা করে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা-র নেতৃত্বে এবং সহ-সভাপতি অমিতাভ রায়ের সমন্বয়ে জেলা ও ডিভিশনভিত্তিক টিম গড়া হয়েছে। লক্ষ্য; বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে সক্রিয় রাখা। দলীয় এক নেতা বলেন, নিচুতলায় নতুন মুখ উঠে আসছে। তরুণ বক্তারা সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, এতে সংগঠনের গতি বেড়েছে। আরও দাবি, দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা কর্মীরাও ফের মাঠে নেমেছেন। দলীয় তথ্য অনুযায়ী, গত ৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১০ হাজার সভার টার্গেট নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে ৮ হাজারের বেশি কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। রেলস্টেশন, বাজার, বাসস্ট্যান্ডের মতো ভিড়পূর্ণ এলাকাকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে; যাতে বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

জলাভূমি ভরাট রুখল পুলিশ

■ জল সংরক্ষণের জন্য 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি জলাভূমি ভরাট রোধে বারংবার কড়া বার্তা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও সক্রিয় একশ্রেণির জমি হাঙর। সূত্র বলছে, জলাভূমি ভরাটের ক্ষেত্রে ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভা এলাকা। ভাটপাড়া থানার মণ্ডলপাড়া, কেউটিয়া, মাদ্রাল-সহ বেশ কিছু অঞ্চলে এতদিন চুটিয়ে জলাভূমি ভরাট করেছেন জমি হাঙরেরা। কিন্তু ভাটপাড়া থানার নতুন আইসি পালজার শেরিং ভুটিয়া লামা যোগ দিতেই মাথায় হাত পড়েছে জমি হাঙরদের। জলাভূমি ভরাট রুখতে পদক্ষেপ নিচ্ছেন ভাটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ পেতেই সোমবার বেলায় ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল বেড়া পাড়ায় তিনি হানা দেন। ভরাটের কাজে যুক্ত দুইজন শ্রমিককে এদিন আটকও করা হয়।

স্কুলে দুর্নীতি, ইডির চার্জশিট

■ কলকাতার নামী বেসরকারি স্কুল সাউথ পয়েন্টে অর্থনৈতিক দুর্নীতি মামলায় নতুন ধাক্কা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি স্কুলের এক অন্যতম প্রশাসককে অভিযুক্ত করে বিশেষ আদালতে ৮০ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে। চার্জশিটে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে কোটি কোটি টাকা নিজের ও পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন। এই মামলার সূত্রপাত ২০২৪ সালে, শহরের আরজি কর ঘটনার পর। তৎকালীন সময়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে কোটি কোটি টাকার অনিয়মের প্রাথমিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। অভিযুক্ত প্রশাসককে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছিল। তদন্তে দেখা গেছে, স্কুলের দায়িত্বে থাকার সময়ই তিনি স্কুলের তহবিল থেকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সরিয়েছেন। ইডি জানিয়েছে, চার্জশিটে শুধু অভিযুক্তই নয়, তাঁর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্পদের বিষয়ে তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় সংস্থার পদক্ষেপ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আর্থিক স্বচ্ছতা অগ্রাধিকার।

বেকার ভাতা শিবির ঘিরে সরকারের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীর তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেকার ভাতার আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে রাজ্য সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এক বক্তব্যে তিনি দাবি করেন, লক্ষাধিক যুবক-যুবতী আবেদনপত্র জমা দিয়েও প্রতারিত হয়েছেন এবং গোটা প্রক্রিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে জটিল করা হয়েছে। তার অভিযোগ, আজকের দিনে যে কাজ ঘরে বসে অনলাইনে করা সম্ভব, সেটার জন্য মানুষকে ক্যাম্পে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করানো হচ্ছেদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রশাসনিক ধরন নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ও মালদার চাঁচলে আবেদনকারীদের সঙ্গে পুলিশের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে শুভেন্দুর দাবি, বেকার যুবক-যুবতীরা ভাতা চাইতে গিয়ে লাঠির আঘাত পাচ্ছেন, এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লজ্জা। তাঁর কথায়, নাম বদলালেও প্রকল্পের বাস্তব চিত্র পাল্টায়নি; শিল্পহীনতার জেরে কর্মসংস্থানের সংকটই প্রকট। বিরোধী শিবিরের মতে, প্রশাসন চাইলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্মানজনকভাবে আবেদন নেওয়া যেত। এতে পুলিশ মোতায়েন বা উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হত না। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে এই অভিযোগের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের জামাতের সঙ্গে তৃণমূলকে জড়িয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতোই আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রভাব বাড়ছে। যদি জনবিন্যাসের পরিবর্তন এবং জমির ক্ষয় অব্যাহত থাকে, তাহলে জাতীয় নিরাপত্তার স্থিতিশীলতা বিপন্ন হবে। শুভেন্দু আরও বলেন, বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা যেমন হিলি, দিনাজপুর, নবাবগঞ্জ ও বাজবিহার অঞ্চলে বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, যারা নারীর শিক্ষার সুযোগ সীমিত করতে চায়, যারা নারীর মুখ ঢাকার পক্ষে, যারা শরিয়া আইন কার্যকর করতে চায়; তাদের প্রভাব বাড়ছে। এটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য খুবই চিন্তার বিষয়।

তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে খারিজি মাদ্রাসায় আটক হওয়া সাতজনের মধ্যে যোগশৃঙ্খলায় জঙ্গি কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদীরা এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখন আরও সক্রিয় হবে। আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। এই সতর্কবার্তায় স্পষ্ট যে, সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে শহুরে কেন্দ্র পর্যন্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রভাব ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি রাজ্যের রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফের শহরের কয়েকটি থানার অধিক্ষেত্র নতুন করে নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন মাসের মাথায় ফের শহরের কয়েকটি থানার অধিক্ষেত্র নতুন করে নির্ধারণ করল কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার-এর অনুমোদনের পরই নির্দেশ জারি হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সংশোধিত সীমানা কার্যকর হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থায় একবালপুর ও ওয়াটগঞ্জ থানার পরিধি বাড়ানো হয়েছে, বিপরীতে আলিপুর থানার আওতা কিছুটা কমেছে। সুধীর বসু রোডের অংশ, এম এম আলি রোড, ভূকৈলাশ রোড-সহ একাধিক এলাকা ফের একবালপুরের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে ফ্যান্সি মার্কেট, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর রোডের অংশ ওয়াটগঞ্জের অধীনে ফিরেছে। গত নভেম্বরের পুনর্বিন্যাসে যেসব অঞ্চল আলিপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, তারই বেশ কয়েকটি এখন আগের থানায় ফিরে গেল। পুলিশের এক কর্তার কথায়, বাসিন্দাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিকটবর্তী থানায় পরিষেবা পেলে সাড়া দেওয়ার গতি বাড়বে। স্থানীয়দের বক্তব্য, দূরের থানায় যেতে সময় নষ্ট হচ্ছিল, জরুরি পরিস্থিতিতে সমস্যা হচ্ছিল। প্রশাসনের দাবি, বাস্তব অভিজ্ঞতা যাচাই করেই এই সংশোধন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ভৌগোলিক ভারসাম্য ও জনঘনত্বের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় অভিযোগ দায়ের থেকে টহল; সব ক্ষেত্রেই সমন্বয় আরও মজবুত হবে বলে আশা করছে পুলিশ মহল।

গত নভেম্বর মাসে বৃহত্তর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে আলিপুর ও পার্ক স্ট্রিট থানার এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং নিউ মার্কেট, ওয়াটগঞ্জ ও একবালপুর থানার সীমানা কিছুটা কমানো হয়েছিল । সেই সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় রাখার যুক্তি সামনে আনা হয়েছিল। তবে বাস্তবে দেখা যায়, বেশ কিছু এলাকার বাসিন্দাদের আলিপুর থানায় যেতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছিল। অভিযোগ ওঠে যে, দূরত্বের কারণে অভিযোগ দায়ের, জিডি করা বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্থানীয়রা আপত্তি জানান। পুলিশ কর্তাদের একাংশের মতে, থানার ভৌগোলিক অবস্থান ও এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় রেখে সীমানা নির্ধারণ করা জরুরি। কোনও সিদ্ধান্ত বাস্তবে সমস্যার সৃষ্টি করলে তা সংশোধন করাই প্রশাসনের দায়িত্ব। সেই কারণেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে।

ময়দানের ছিনতাইয়ে কঠোর শাস্তি, জেলে দুই দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোরের আলো ফোটার আগেই ময়দানে যে দুঃসাহসিক হামলা শহরবাসীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই মামলায় অবশেষে কঠোর রায় শোনাল আদালত। পাঁচ বছর আগের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত দুই ব্যক্তিকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বার্তা স্পষ্ট বলে মনে করছে প্রশাসন। ২০২১ সালের জুলাইয়ের এক সকালে ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন রেড রোড এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো তিনজনকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয় মোবাইল ও নগদ টাকা। বাধা দিতে গেলে এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরের অন্যতম ব্যস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল। সূত্র ধরে অভিযুক্ত মহম্মদ ইমরান ও শেখ সমীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আদালতে চার্জ গঠন করা সম্ভব হয়। এক তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রমাণ জোগাড় করেছি, তাই বিচার বিলম্বিত হয়নি। পুলিশের এক শীর্ষকর্তার কথায়, এই রায় ভবিষ্যতে এমন অপরাধের ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে। রায়ের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণকারীরা। নাগরিক নিরাপত্তা জোরদারে নজরদারি ও টহল আরও কড়া করার ইঙ্গিত দিয়েছে পুলিশ।

বাজেটে শিক্ষা খাতে কাটছাঁট, প্রান্তিক শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার কলকাতা পুরনিগমের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ ঘিরে নতুন বিতর্ক দানা বাঁধল। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের মেয়াদের শেষ বাজেটে অন্যান্য ক্ষেত্রের বরাদ্দ বাড়লেও শিক্ষাখাতে অর্থ কমানো হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, শহরের প্রান্তিক শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়েই যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। গত অর্থবর্ষে শিক্ষা দফতরের জন্য নির্ধারিত অর্থ পুরোপুরি খরচই করা যায়নি। তার মধ্যেই আগামী বছরের প্রস্তাবে আরও সামান্য হলেও কাটছাঁট করা হয়েছে। পুরসভার নথি বলছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে এসেছে। বাংলা, হিন্দি ও উর্দু; তিন মাধ্যমেই কমেছে স্কুলের পরিমাণ। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও কমতির পথে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক, পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে গেছে। বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, পুর প্রশাসনের গাফিলতিতেই শহুরে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ হারাচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, অবকাঠামো ও শিক্ষক সঙ্কট দীর্ঘদিন ধরেই উপেক্ষিত। যদিও শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পারিষদ সন্দীপন সাহা পাল্টা দাবি করেছেন, বাংলা শিক্ষা পোর্টাল চালু হওয়ায় একাধিক নথিভুক্তির সমস্যা বন্ধ হয়েছে। তাই সংখ্যায় হ্রাস দেখাচ্ছে। বাস্তবে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে; পরিসংখ্যানের ব্যাখ্যা যাই হোক, শ্রেণিকক্ষের ভরসা কতটা ফিরবে, সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

রাজ্যসভা ভোটে চমক, তৃণমূলের তালিকায় সাংবাদিক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এখন রাজ্যসভার আসন বণ্টন নিয়ে। মার্চে মেয়াদ শেষ হচ্ছে চার সাংসদের। কাকে ফেরানো হবে, আর কে হবে নতুন মুখ; তা নিয়ে জোর জল্পনা। শাসক শিবিরের অন্দরে বড়সড় বদলের ইঙ্গিত মিলছে। দলীয় সূত্রের খবর, বিদায়ী সাংসদ সাকেত গোখলে এর পুনর্নির্বাচন অনিশ্চিত। তাঁর জায়গায় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করার ভাবনা চলছে। অতীতে সাংবাদিকদের উচ্চকক্ষে পাঠানোর নজির রয়েছে ঘাসফুল শিবিরে। সেই ধারাই নাকি বজায় রাখতে চান দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি। তবে নাম ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত শীর্ষ নেতৃত্ব মুখ খোলেনি। অন্যদিকে ঋতব্রত ব্যানার্জিকেও নয়া ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। সংগঠনের এক নেতা বলেন, ওঁকে বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে নামানোর চিন্তা আছে। ময়দানের রাজনীতিতে তাঁর দক্ষতা কাজে লাগবে। ফলে তাঁর আসনেও নতুন মুখের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সংখ্যালঘু ও মহিলা প্রতিনিধিত্বে নতুন সমীকরণ খুঁজছে দল। প্রবীণ নেতা সুব্রত বক্সীকে ঘিরেও অনিশ্চয়তা কাটেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তএই নির্বাচন আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠন গুছিয়ে নেওয়ার কৌশল। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশেই মিলবে সব প্রশ্নের উত্তর।

সিগন্যালে দেবতার সাজে পকেটমারি, চার গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যস্ত মোড়ে লাল বাতি জ্বলতেই এগিয়ে আসত দেবদেবীর বেশধারী একদল মানুষ। কেউ আশীর্বাদ দিত, কেউ অনুদানের আবেদন জানাত। আর সেই ফাঁকেই অদৃশ্য হয়ে যেত মানিব্যাগ বা মোবাইল। শহরের একাধিক সিগন্যালে এমন কৌশলী চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, অভিযোগ জমা পড়ার পর তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ। নজরদারি বাড়িয়ে অবশেষে হেস্টিংস এলাকা থেকে চারজনকে আটক করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ধর্মীয় আবহ তৈরি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাই ছিল তাদের মূল অস্ত্র। এক ট্রাফিক আধিকারিক বলেন, প্রথমে ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলা হত। কেউ হাত বাড়াতেন দানের জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তেই সহযোগী অন্যজন নিখুঁত কায়দায় জিনিস হাতিয়ে নিত। তদন্তকারীদের দাবি, পুরো ঘটনাই ঘটত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। পুলিশের এক কর্তা জানান, একটি পৃথক চুরির মামলায় ধৃত দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই চক্রের হদিশ মেলে। তারপর পরিকল্পিত অভিযান চালানো হয়।

শীত বিদায়ের পালা, ঊর্ধ্বমুখী দিন ও রাতের পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বসন্তের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শীত কার্যত বিদায়ের সুর বাজাচ্ছে। লেপ-কম্বল গুছিয়ে রাখার সময় এসে গিয়েছে বহু ঘরেই। দিনে রোদের তেজ স্পষ্ট, ঠান্ডা এখন সীমাবদ্ধ ভোর আর গভীর রাতে। আবহাওয়াবিদদের মতে, ফেব্রুয়ারির শেষভাগে উষ্ণতার গ্রাফ আরও ওপরে উঠবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, সপ্তাহ শেষে শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩১ ডিগ্রি ছুঁতে পারে। সোমবার আকাশ মূলত পরিষ্কার ছিল। সকালে কুয়াশার আস্তরণ থাকলেও বেলা বাড়তেই তা কেটে যায়। দিনের তাপমাত্রা প্রায় ২৯ ডিগ্রি এবং রাতের পারদ ১৭ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী বুধবার থেকে দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা থাকছে। চলতি সপ্তাহেই ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা থাকছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকছে। চলতি সপ্তাহে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে ইতিমধ্যেই ৩০ ডিগ্রির গণ্ডি পেরিয়েছে তাপমাত্রা। মালদা-সহ নিচের দিকের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রির থাকবে। রবিবার সিউড়ি ও কল্যাণীতে সর্বনিম্ন ছিল ১২ ডিগ্রি।

উত্তরবঙ্গেও একই চিত্র। জলপাইগুড়িতে সর্বোচ্চ ৩০ ডিগ্রি ছুঁয়েছে, দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন নেমেছে ৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। কালিম্পং-সহ সমতলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের এক কর্তার বক্তব্য, এখন বড় কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। ধীরে ধীরে শীতের প্রভাব আরও কমবে। তবে তাপমাত্রার ওঠানামায় সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে সতর্ক থাকাই শ্রেয়।

ব্যারাকপুরে বৃদ্ধ খুনে ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরের ১৪ দিনের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাতদিন পুলিশি হেপাজত শেষে ব্যারাকপুর মণিরামপুরে বৃদ্ধ খুনে ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সোমবার ফের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক এদিন ধৃত কাউন্সিলরকে ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, গত ৮ ফেব্রুয়ারি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মণিরামপুরে ৮১ বছরের বৃদ্ধ তুলসি অধিকারীকে খুনের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কাউন্সিলর তথা ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার দিন রাতেই তাঁকে ব্যারাকপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পরদিন অর্থাৎ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ধৃতকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশি হেপাজত শেষে এদিন ধৃত কাউন্সিলরকে ফের আদালতে তোলা হয়।

ভোটার তালিকা ইস্যুতে কমিশনকে তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিস্তৃত বিবৃতিতে শাসক শিবির অভিযোগ তুলেছে, নির্বাচন কমিশন বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা মানদণ্ড প্রয়োগ করছে। তাদের দাবি, অন্য রাজ্যে যে নথি গ্রহণযোগ্য, এখানে তা বাতিল করা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে।

বিবৃতিতে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, নোটিসপ্রাপ্ত নাগরিকেরা কমিশনের চিঠিতে উল্লিখিত যে কোনও নথি পেশ করতে পারবেন। সেই নির্দেশের পরও আবাসন প্রকল্পে সরকারি আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্র গ্রহণ না করায় প্রশ্ন উঠেছে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। শাসকদলের বক্তব্য, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের দায়িত্ব মানুষের আস্থা রক্ষা করা।

বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণ-সহ নানা প্রস্তাবে বৈঠকের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পূরণ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন দিতে ফের বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে বুধবার নবান্নে এই বৈঠক হওয়ার কথা। মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে সেখানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব এই বৈঠকে আলোচনায় উঠতে পারে। পাশাপাশি আগামী অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষিত একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে রাজ্যজুড়ে অফলাইন ও অনলাইনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, কৃষকবন্ধু-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন গ্রহণ চলছে। এই আবেদন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি, পরিসংখ্যান এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েও মন্ত্রিসভা বৈঠকে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে ইঙ্গিত।

জগদ্দলে প্রধানমন্ত্রীর ছবি-সহ লাগানো ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের পানপুর থেকে সাহেব কলোনি মোড় পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ছবি-সহ ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, মানুষের মতামত জানতে টোল ফ্রি নম্বর এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবি-সহ ব্যানার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে তাঁরা লাগিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, সমস্ত ব্যানার ছিঁড়ে খালের ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রীর ছবি-সহ ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের দাবি, তৃণমূল এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

সম্পাদকীয়

সম্পর্কে থাকলে সহবাস, সম্পর্ক ভাঙলেই ধর্ষণ, নতুন করে ভাবাচ্ছে আদালত

দীর্ঘদিন সম্পর্কে থাকা অবস্থায় কেউ যদি শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, তারপর সম্পর্ক ভেঙে গেলে ওই শারীরিক সম্পর্ককে হাতিয়ার করে ধর্ষণের অভিযোগ তোলা যায় না। ধর্ষণের মামলার একটি বড় অংশই এই গোত্রে পড়ে। উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের রায় এবার চেরাচরিত এই ধারণার মূলে আঘাত করেছে। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আদালতের মতে, শুধু বিয়ে না হওয়া বা সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার অভিযোগে ধর্ষণের মামলা দায়ের হলে, সে ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার হতে পারে। এই সংক্রান্ত এক মামলায় হাইকোর্ট তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেছে, বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পর্কে গিয়ে পরে বিয়ে না করলেও প্রথম সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যায় না। তাছাড়া ধর্ষণের অভিযোগ টিকিয়ে রাখতে হলে বিয়ের প্রতিশ্রুতি যে শুরু থেকেই ভুয়ো ছিল, সেটাও প্রমাণ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে বারবার শারীরিক সম্পর্ক হলে এটাই বোঝায় যে, পুরো বিষয়টার মধ্যেই উভয়ের সম্মতি ছিল। এক্ষেত্রে প্রতারণার অভিযোগ কোনও ভাবেই খাটে না। এই অভিযোগে ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয় মত আদালতের। মুসৌরির এক তরুণীর অভিযোগ করেন, সুরজ বোরা নামে এক যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। প্রতিশ্রুতি দেন সম্পর্কের ৪৫ দিনের মধ্যে বিয়ে করবেন। কিন্তু পরে বিয়ে করতে রাজি হননি। ওই তরুণী পুলিশে অভিযোগ জানালে পুলিশ সূরজের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করে। চার্জশিটও দাখিল করা হয়। সুরজ পালটা দাবি করেন, ওই তরুণী প্রাপ্তবয়স্ক, শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে যৌথ সম্মতিতেই। ফলে এই ক্ষেত্রে ধর্ষণের অভিযোগ খাটছে না। এখানে অভিযুক্রের তরফে যে দাবি করা হয়েছে তা কোনও ভাবেই উড়িয়ে দেওয়ার নয় ।কোনও সম্পর্ক ভাঙা মানেই প্রতারণা, এই চেরাচরিত ধারণাও ঠিক নয়। এসব ক্ষেত্রে ধর্ষণের মামলাও করা যায় না। উত্তরাখণ্ড আদালতের এই পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের মামলার ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার জন্ম দেবে। এই জাতীয় ঘটনাকে হাতিয়ার করে মহিলাদের একাংশ যেভাবে আইনের অপব্যবহার করেছে, তা যদি এবার বন্ধ হয় তবেই মঙ্গল।

শব্দছক ৭৫

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. প্রজাপতি বা মক্ষিকা ৩. হাতি ৫. গৃহে বাসকারী পুরুষ ৬. বরের বিপরীত ৮. অমঙ্গুলে ১০. দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া ১২. ডাঙা দিয়ে পথ ১৪. ইংরাজীতে যাকে বলে এনভেলাপ ৫. গভীর নিচু জমিতে ১৬. অসুখ থেকে মুক্তি ১৮. বলবো-র কাব্যরূপ ১৯. মোটা দড়ি ২০. টাটকা ২২. বউ-এর স্বামী ২৩. জোচ্চোর ২৪. বহু রকম

ওপর-নিচ: ১. পৃথিবী ২. ধ্বনি ৪. গচ্ছিতকরণ ৫. গৃহে বসবাসকারী মানুষজন ৭. উলুখড় ও নল ৮. ভূত পিশাচ ৯. স্বামী বা ভগবান ১১. মনে ইচ্ছাপোষণ ১৩. লখিন্দরের ডাক-নাম ১৬. রৌদ্র ১৭. ব্যাধ ১৮. পরিশ্রমী ২১. জ্ঞাত ২২. হত্যা

সমাধান ৭৪ — পাশাপাশি: ১. বেগ ৩. পলাশ ৬. তালিম ৮. সুখ ৯. করবি ১০. ভিতর ১২. শান্ত ১৩. অন্ন ১৪. হলাহল ১৬. তপস্যা ১৮. কর ১৯. তক্ষক ২১. গতর ২২. তট

ওপর-নিচ : ১. বেতার ২. গলি ৪. লাজুক ৫. আখ ৭. মন্দ্রিত ৮. বিশাল ১০. ভিন্নতর ১১. রহস্যাবৃত ১৫. হরিত ১৭. বিকট ১৮. কম্বু ২০. ক্ষত

আজকের দিন

■ **১৯৭৯** — চিনের আক্রমণের ফলে চিন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হয়।

■ **১৯৯৬** — নাসার নিয়ার শুমেকার মহাকাশযানটি একটি গ্রহাণুকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করার প্রথম অভিযানে যাত্রা করে।

■ **২০০৮** — কসোভো সার্বিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

জন্মদিন

১৯৪৫ *বিশিষ্ট সাংবাদিক নলিনী সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল প্যাটেলের জন্মদিন।*

প্রফুল্ল প্যাটেল

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হোক গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, জনমত প্রকাশের আয়োজনে

স্বপনকুমার মণ্ডল

নির্বাচন যত এগিয়ে আসে, রাজনৈতিক চেতনা তত উগ্র হয়ে ওঠে, ক্ষমতা দখলের লড়াই ততই 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' পরিণত হয়। সামনে ২০২৬-এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। এদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR চলছে। তার মধ্যেই ছাব্বিশের নির্বাচনী কনসার্ট শোনা যাচ্ছে । মাস তিনেক পরেই তার নিবিড় আয়োজন ।অথচ তার ফলাফল নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে । আসলে জয়-পরাজয় থাকলেও জয়েই জীবন দেখার বাতিকগ্রস্ত মনই পরাজয়ে মৃত্যুতে পৌঁছে যায় । অস্তিত্বের সোপানে জয়ের ক্ষুধাই পরাজয়ের গ্লানি বয়ে আনে। জয়ের সাফল্যে মুখে হাসি আর তার ব্যর্থতায় বোবাকান্না । সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মানে বিরোধী, আর বিরোধী মানেই শত্রু । তখন স্বাভাবিক ভাবেই 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র দুর্নীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে । আর এই শত্রুতাবোধ থেকেই গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। সেখানে গণতন্ত্রের আশীর্বাদই তার অভিশাপ হয়ে উঠেছে । মুখে গণতন্ত্র বললেও মনে তার একনায়কতন্ত্র । স্বাভাবিকভাবেই তাতে গণের তন্ত্রই ষড়যন্ত্রের শিকার, আর তার সাফল্যেই ব্যর্থতার আধার। যা ছিল সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ,তাই আজ সমস্যার বিপথ। সরকারের নির্বাচনে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থরক্ষার প্রকট আয়োজন । সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের ভিত্তিতে শাসন-শোষণের মৌরসী পাট্টা লাভের নির্বাচনই আজ প্রশ্নের সামনে এসে পড়েছে । বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের মতো নানা রকমের ফন্দিফিকিরের প্রকট উপস্থিতি থেকে বিপক্ষের প্রার্থীকে হাতে, নয় ভাতে মারার প্রচ্ছন্ন বা প্রকট চেতাবনি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । তার চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হয় যখন তার প্রতিরোধে বা প্রতিবিধানে প্রশাসনের নীরবতা থেকে সেই চেতাবনিতেই সক্রিয় ভূমিকা উঠে আসে। যেন তেন প্রকারে জয়ী হওয়ার আয়োজন সেখানে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে । গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমেই তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে । অথচ সেই নির্বাচনই আজ নির্বিচারে তার মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে! আসলে আমরা গণতন্ত্র পেলেও তার সৌরভ আমাদের অধরা মাধুরী ।

আধুনিক সভ্যতায় মানুষের কাছে গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ উপহার । সেখানে উনিশ শতকের নবজাগরণের পথে আধুনিকতার আলো যত ছড়িয়েছে,তার মননের অন্ধকার তত ঘুচেছে,ততই জ্বলেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো, যুক্তির রংমশাল । সেখানে ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসের অন্ধভক্তির পরিবর্তে যুক্তি ও প্রমাণ যত মান্যতাবোধে জাগ্রত হয়েছে, তত মানুষের অধিকারবোধ তীব্র গতি লাভ করেছে,ততই গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়েছে । সেই গণতন্ত্রে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ত্রিবেণী সঙ্গমে মানুষের অধিকারবোধ সামাজিক শৃঙ্খলমোচনেও সক্রিয় করে তোলে । উনিশ শতকেই ব্যক্তি বনাম সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত নানাভাবে মূর্ত হয়ে পড়ে। সমাজ-সংস্কারের মধ্যেও সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সক্রিয় ছিল । বিশ শতকে সেই স্বতন্ত্রতার আলোয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট হয়ে ওঠে । এতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের নিবিড় সংযোগ শিথিল হয়ে পড়লেও তা একেবারে নিঃস্ব করে তোলেনি। কেননা সমাজবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সমষ্টিচেতনায় সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য । কেউ একা চলতে পারে না, পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতেই মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলে। আবার সেখানেই বিকল্প সমাজের ধারণায় রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রভাব তীব্রতা লাভ করে । সমাজের মধ্যে তার ছায়া ঘনিয়ে আসে। একদিকে সমাজের অস্তিত্ব যখন বিপন্নপ্রায়, অন্যদিকে রাজনৈতিক সমাজের উত্থান ঘটে। আর সেখানেই গণতন্ত্রের মানবিক ভূমিকাই দানবিক হয়ে ওঠে ।

যুক্তির আলোতে শুধু ভক্তির অন্ধত্ব দূর হয় না, অন্ধ আনুগত্যও চলে যায় । ব্যক্তির অধিকারবোধও সক্রিয় হয়ে ওঠে । শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারে বাইরের দৃষ্টি যত দ্রুত প্রসারিত হয়, অন্তর্দৃষ্টি তার চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পায় । আর সেখানেই গণতান্ত্রিক চেতনায় যুক্তিবোধ যত প্রখরতা লাভ করে, ততই তাতে ব্যক্তিস্বার্থের চেতনা ঘনিয়ে ওঠে। মানুষ স্বভাবতই নিজেকে ভালোবাসে,নিজের স্বার্থসিদ্ধিতেই সাফল্য খুঁজে পায়। যতক্ষণ নিজের অতৃপ্তি না মেটে,ততক্ষণ অন্যের দিকে ফিরে তাকায় না। সেক্ষেত্রে যুক্তির তীব্রতায় 'আপ ভালা তো জগৎ ভালা'র আত্মকেন্দ্রিকতা সক্রিয় হয়ে ওঠে । যে যুক্তিবোধে আধুনিক মানুষ গণতন্ত্রের মাধ্যমে দাসত্বমোচন থেকে মুক্তির পথে রাজত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল,তা অচিরেই সর্বজনীনতায় দুঃস্বপ্নে মিলিয়ে যায় । যেখানে সবার মনে রাজার বাস, সেখানে তার রাজত্বের বিস্তার অতিদ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে শহরতলি, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে রাজ করার নীতিতে গণতন্ত্রের উদার হাতছানি সবাইকে আমন্ত্রণ জানায়,সকলে সাড়াও দেয়। অথচ আপন স্বার্থসিদ্ধিতে মনের রাজা ধনেও রাজা হতে চাইল,মানেও চাইল রাজকীয় সমাদর। সেদিক থেকে জনগণের ক্ষমতায়নে গণতন্ত্র মাধ্যম না হয়ে প্রকৌশল হয়ে উঠল। তখন 'আমরা করব জয় নিশ্চয়'-এর 'আমরা' 'আমি'তে এসে ঠেকে। ক্ষমতায়নের হাতছানিতে সমাজ অকেজো হয়ে পড়ে, বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক সমাজ গড়ে ওঠে। সেখানে সমাজপতি নেই,কিন্তু অসংখ্য দলপতির জন্ম হতে থাকে । যত দলের প্রভাব বাড়ে,ততই জনগণের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। দলীয় পরিচয়ই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। 'কোন্ দল' থেকে কোন্দল শুধু সময়ের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে । শুধু তাই নয়, ভিন্ন মত হলেই বিরোধী দলের লোক বলে উপেক্ষা করার প্রবণতা তাতে সক্রিয় । দলীয় ব্যবস্থায় যেখানে অগণতান্ত্রিক সঙ্কীর্ণতা তীব্রতা লাভ করে, সেখানে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পথটিই আপনাতেই দুর্গম হয়ে ওঠে। ক্ষমতা লাভ করাই লক্ষ্য হয়ে ওঠায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথটিকেই কণ্টকাকীর্ণ মনে হয় । আর সেখানেই দলীয় অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে । যেখানে ব্যক্তি বড় অসহায়, সেখানেই সংগঠনের আধিপত্য ।

অন্যদিকে জনগণের রায় আর ভোটের জয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক । সেখানে জনগণের জয় প্রতিফলিত হয় না, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের নামে দলীয় জয়োচ্ছ্বাসই মান্যতা লাভ করে । আর তার সাফল্যেই গণতন্ত্রের জনকণ্ঠ চাপা পড়ে যায়, বিপক্ষের মনে জেগে ওঠে অস্তিত্ব সংকটের বিপন্নতাবোধ । নির্বাচনের পথের কাঁটা দূর করার জন্য যে সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন,তাতেই দলীয় সংগঠনের যূথবদ্ধ শক্তির বিস্তার সর্বব্যাপী । তাতে গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক । অন্যদিকে জনগণের নির্বাচনের চেয়ে নির্বাচনের জনগণ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সেখানে আমরা-ওরা'র বিভাজনে বৈষম্যপীড়িত জনসাধারণ পরের নির্বাচনে পালাবদলের প্রতীক্ষায় থাকে । গণতন্ত্রের সৌরভও তার অধরা মাধুরী । সাম্য নিয়ে দলীয় স্তরে বা তার প্রার্থী বাছাই-এ যাও-বা লক্ষ করা যায়, দলের বাইরে শুধুই বৈষম্যের ঘনঘটা । শুধু তাই নয়, সেই বৈষম্যবোধ জিইয়ে রেখে দলীয় স্বতন্ত্র আভিজাত্য খোঁজার বাতিক সমান সচল । গণতন্ত্রের লক্ষ্য যা ছিল মিলনের বাণী, ক্রমশ তাই হয়ে ওঠে বিচ্ছেদের পারানি । স্বাভাবিক ভাবেই মৈত্রীও দলীয় স্তরে সীমাবদ্ধ । এসব না থাকাটাই জনমনে যত স্বাভাবিকতা লাভ করে, গণতন্ত্রের ট্রাজিক পরিণতি ততই প্রকট হয়ে পড়ে । অন্যদিকে গণতন্ত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী স্বাধীনতাই অন্যদুটির চেয়ে ভয়কেও ছাপিয়ে যায় । ভয় হয়ে ওঠে আতঙ্ক । স্বাধীনতার নামান্তরে স্বেচ্ছাচারিতা সক্রিয়তা লাভ করে । অন্যের অধিকার হরণেই তার অবাধ বিস্তার,ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে চলাতেই তার বাহাদুরি । এই স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যেমন কায়েমি স্বার্থ জড়িত থাকে,তেমনই ক্ষমতায় নির্বিরোধী আধিপত্যের মানসিকতাও ভর করে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই নির্বাচন থেকে উন্নয়নের ছকবন্দি ধারণাই সকলের মধ্যে মান্যতা পেয়ে যায় । সেখানে দলীয় নীতি আদর্শের চেয়ে ক্ষমতায়নই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে । নির্বাচন তার ছাড়পত্র পাওয়ার আয়োজন । আর তাতে প্রতিশ্রুতি থেকে উন্নয়ন সবেতেই ক্ষমতায়নের রণকৌশল। গণতন্ত্র নয়,দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তার প্রথম ও শেষ কথা। ক্ষমতায়নের পথে জনগণ ভোটারে পরিণত হয়, তার মতামতই ভোট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নয়, দলের লোকজন বা দলীয় স্বার্থ বিস্তার করাই তার পাখির চোখ । স্বাভাবিক ভাবেই তাতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই জনমানসে অশনি আতঙ্ক নানাভাবে নেমে আসে । সেখানে ক্ষমতায়নের চেয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে । গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা ছিল জনগণের ক্ষমতায়ন,তাই অচিরে পরিণত হয় জনসাধারণের ক্ষমতাকেই নিঃস্বকরণ। সেখানে ভোটে জেতার জন্য মরিয়া চেষ্টার মধ্যেই গণতন্ত্রকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি থাকে । একটি পরিবারের মধ্যেই যেখানে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়, সেখানে প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের ক্যারিশমায় ছড়িয়ে পড়ে! নির্বাচনের সূচনা থেকেই পারস্পরিক বিবাদ-বিতর্ক থেকে রক্তক্ষয়ী হানাহানি চলতে থাকে। আত্মবিশ্বাসের অভাব হলেই লোকে অবৈধ পথের আশ্রয় নেয় । তাতেও জয় নিশ্চিত মনে না হলে বা আত্মবিশ্বাস ফিরে না পেলে প্রতিদ্বন্দ্বীকেই নিঃস্ব করায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভোটে জিততে গিয়ে আসলে গণতন্ত্রকে পরাজিত করা হয় । জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে অবৈধ পথে জেতার মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র বেঁচে ওঠে,গণতন্ত্রের মৃত্যু হয় । কেননা গণতন্ত্র জনগণের মতামতকেই প্রতিষ্ঠা করতে বলে। অবৈধ পথে জিতের চেয়ে বৈধ পথে হারাও তার গৌরব। ছলেবলে জিত নয়, জনগণকে জেতানোই গণতন্ত্রের লক্ষ্য । আমরা কি এখনও গণতন্ত্রমনস্ক হতে পারিনি? না হলে জেতার এত প্রাণঘাতী লড়াই বা সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক ষড়যন্ত্র কেন? এত গণতন্ত্রে অনাস্থারই নামান্তর! সেক্ষেত্রে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হোক গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, জনমত প্রকাশের আয়োজনে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শেষযাত্রার কফিনে মোড়া এক অসমাপ্ত বসন্ত

শুভজিৎ বসাক

পৃথিবীর একপ্রান্তে আমরা যখন প্রিয়জনকে নিয়ে উৎসবের আলোয় মাতি, ঠিক তখনই আরেকপ্রান্তে অন্য কেউ হয়তো নিজের প্রিয়জনের শেষযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে; এই অমোঘ আর নিষ্ঠুর বাস্তবতাই ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর পুলওয়ামাকে আমাদের স্মৃতির পাতায় এক রক্তাক্ত ক্ষত হিসেবে গেঁথে দিয়েছে। পৃথিবীটা আজ বড় অদ্ভুত এক নিয়মে চলে। চারিদিকে আজ লাল গোলাপের ছড়াছড়ি, সুগন্ধি মোমবাতির আলো আর মুঠোফোনে ভেসে আসা প্রিয় মানুষের মিষ্টি কথার গুঞ্জন। ক্যালেন্ডারের পাতা আজ চিৎকার করে বলছে, এটা ভালোবাসার দিন। কিন্তু আজ থেকে কয়েক বছর আগের ঠিক এই দিনটিতেই কাশ্মীরের লেথপোরা এলাকায় সময়টা থমকে গিয়েছিল এক ভয়াবহ আর্তনাদে। যখন গোটা দেশ প্রেমের রঙে বিভোর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ঝরল এক অন্যরকম লাল রং; তা কোনো গোলাপের পাপড়ি নয়, বরং দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বুকের রক্ত। এই দিনটি কেবলই কি ভালোবাসার? নাকি এই দিনটি আসলে এক গভীর বিষাদের, এক অপূরণীয় শূন্যতার সাক্ষ্য বহন করে?

ভালোবাসা তো কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার হাত ধরা বা নিভৃত আলাপ নয়। ভালোবাসা ছিল সেই ৪৪ জন বীর জওয়ানের ব্যাগে রাখা পরিবারের জন্য কেনা ছোট্ট উপহারে, মায়ের হাতের চিঠিতে কিংবা প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য তুলে রাখা না বলা কোনো কথায়। সেই দিনটিতে ভালোবাসা কোথায় হারিয়ে গেল? সত্যটা হলো, ভালোবাসা হারায়নি, বরং ভালোবাসা এক চরম আত্মত্যাগের সংজ্ঞায় নিজেকে বদলে ফেলেছিল। যখন এক মুহূর্তের বিস্ফোরণে একগুচ্ছ প্রাণ ঝরে গেল, তখন হারিয়ে গেল এক একটি সংসারের মেরুদণ্ড। হারিয়ে গেল সেই বাবা, যে ঘরে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সীমান্তে গিয়েছিল। হারিয়ে গেল সেই স্বামী, যার ফেরার অপেক্ষায় কেউ দরজার দিকে চেয়ে বসে ছিল। বিষাদের এই কালো মেঘ যখন উপত্যকাকে ঢেকে দিল, তখন সারা দেশ বুঝতে পারল যে, কেউ ভালোবাসার মিছিলে পা মেলাতে পারে বলেই অন্য কাউকে সীমান্তে রক্ত দিয়ে সেই শান্তির দাম মেটাতে হয়।

প্রশ্ন জাগে, ভালোবাসা কাকে হারিয়ে দিল? ঘৃণা কি তবে জিতে গেল?

না, ঘৃণা সাময়িকভাবে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু স্মৃতির গভীরতাকে মুছে ফেলতে পারে না। সেই নিথর দেহগুলোর নিস্তব্ধতা আসলে হাজারো মানুষের হৃদয়ে এক নতুন দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। বিষাদ গ্রাস করেছিল সেই ঘরগুলোকে, যেখানে ১৪ই ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যাটা কোনো রোমান্টিক ডিনার নয়, বরং কান্নার রোলে ভারী হয়ে উঠেছিল। অথচ এই ত্যাগের মাঝেই লুকিয়ে ছিল এক মহত্তর প্রেম; দেশের প্রতি প্রেম। 'নিজের জীবনের চেয়েও দেশ বড়'; এই আদর্শ যখন কেউ লালন করে, তখন সাধারণ পার্থিব ভালোবাসার সংজ্ঞা সেখানে মলিন হয়ে যায়। বীরেরা হারিয়ে যান না, তারা মিশে যান মাটির সোঁদা গন্ধে, পতাকার পতপত শব্দে।

বিখ্যাত একটি উক্তি আছে, 'যোদ্ধারা কখনো বিদায় নেয় না, তারা কেবল আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী ঠিকানা করে নেয়।' পুলওয়ামার ঘটনা আমাদের প্রতি মুহূর্তে সেই চরম বৈপরীত্যের কথা বলে; যেখানে একদল মানুষ গোলাপের পাপড়ি গুনছে, আর অন্যদল গুনছে স্বজনের নিথর দেহের পাশে পড়ে থাকা বুলেটের খোল। ভালোবাসা আসলে সেইখানে, যেখানে এক জন জওয়ান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সময়ও মনে মনে বলে ওঠেন, 'আমার দেশ যেন ভালো থাকে।' বিষাদ আর গর্বের এই অদ্ভুত মিশ্রণই তো জীবনের চরম সত্য। ভালোবাসা সেদিন হারিয়ে যায়নি, বরং এক নতুন আঙ্গিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যারা আর ফিরল না, তারা রেখে গেল এক অমোঘ শিক্ষা; ভালোবাসতে গেলে অনেক সময় নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়, কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছাড়াই।

আজকের এই দিনে তাই এক মুহূর্তের জন্য থেমে ভাবুন। যদি ভালোবাসা মানেই হয় আগলে রাখা, তবে সেই শহীদেরা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের আগলে রেখে গেছেন। বিষাদ আছে, হাহাকার আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই গৌরব। লাল রং আজ কেবল আবেগের প্রতীক নয়, তা ত্যাগেরও পরিচয়। পরিশেষে এটুকু বলাই যায়, 'কিছু প্রেম পূর্ণতা পায় মিলনে, আর কিছু প্রেম অমরত্ব লাভ করে ত্যাগের মহিমায়।' ১৪ই ফেব্রুয়ারি হোক সেই সব নাম না জানা বীরদের প্রতি শ্রদ্ধার দিন, যারা আমাদের বর্তমানকে নিরাপদ করতে নিজেদের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়েছেন। ভালোবাসা হারিয়ে যায়নি, তা কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়েছে; দেহ থেকে দেশাত্মবোধে, ব্যক্তিগত সুখ থেকে জাতীয় গৌরবে। আজ সেই বিষাদের মাঝেও আমরা খুঁজে নিই এক চরম সত্যকে যে জন প্রাণ দিতে জানে, সেই প্রকৃত ভালোবাসতে জানে। সেই সব বীরদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম, যারা দেখিয়েছেন ভালোবাসার আসল ওজন কতখানি ভারী হতে পারে।

চর্চাবাসর ৮০

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত) বলতে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকে বোঝায়, যা হিন্দুস্তানি এবং কর্ণাটক উভয় ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি রাগ (সুর কাঠামো) এবং তাল (ছন্দ চক্র) এর কঠোর আনুগত্য দ্বারা চিহ্নিত, যা প্রায়শই নাট্যশাস্ত্র এবং সঙ্গীত রত্নাকারের মতো প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে ।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুয়ারে নির্বাচন

আবাস প্রকল্পে জোর প্রশাসনের, ক্ষোভ বাড়ছে বাঁকুড়া জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুয়ারে বিধানসভা নির্বাচন। সেদিকে নজর রেখে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন জোর দিয়েছে আবাস যোজনার কাজ শুরু করতে। অন্যদিকে, জেলাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে এই প্রকল্পের কাজে। পাকাবাড়ি থাকলেও শাসকদলের নেতা, কর্মী এবং পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যদের নাম আবাস তালিকায় থাকছে। অন্যদিকে, বিরোধী দলের সমর্থকদের নাম বাদ দেওয়া, ঘুষ বা কাটমানি চাওয়া হচ্ছে। এমনকি একজনের টাকা অন্যের একাউন্টে দেওয়া হচ্ছে। তার ওপর নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে জেলায় যে উপভোক্তাদের একাউন্টে টাকা ঢুকলেই তা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলায় ১ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ হবে। এই উপভোক্তাদের ৯৫ জনের একাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে, তাই প্রশাসন আধিকারিকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সেই সময় আবাসের কাজ ব্যাহত হবে। তাই জোর দেওয়া হয়েছে আবাস নির্মাণের কাজ শুরু করাতে। এই প্রকল্পে উপভোক্তাদের দুই কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আবাস যোজনা নিয়ে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বাঁকুড়া। শুধুমাত্র শাসকদলের অনুগামী হলেই আবাস যোজনার টাকা পাওয়া যায়। বাঁকুড়া তালডাংরা ব্লকে শালতোড়া গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান মৌসুমী ঠাকুরের নাম আবাস তালিকায় রয়েছে। তার একটি দোতলা বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। কাশিডাঙা ১১জন উপভোক্তা নাম আবাস যোজনার তালিকা বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ১২ হাজার টাকা করে ঘুস বা কাটমানি না দেওয়ায়। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের বালসি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানপুকুর মাঝি পাড়ায় নিমাই মাঝি তৃণমূলের অঞ্চল সহ-সভাপতি ও তার ভাই আনন্দ মাঝি তৃণমূলের অঞ্চল কোর কমিটির সদস্য এই দুই ভায়ের নাম আবাস তালিকায় দেখা যায়। যেখানে তাদের নামে পাকা বাড়ি রয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইন্দাসের আকুই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে দুই উপভোক্তার টাকা এক ঠিকাদারের মা ও স্ত্রী-র অ্যাকাউন্টে ঢোকানো হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে শোরগোল শুরু হয় এলাকায়। ইন্দাসের বিডিও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে প্রধানকে শোকজ করেছেন। জেলার পাত্রসায়েরর থানার বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা লাল্টু বাগদী নামের এক আবাস উপভোক্তার কাছ থেকে ৫০০০ টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তুষারকান্তি মুখার্জির বিরুদ্ধে।

এরকম ছবি এ জেলায় বিরল নয়। জেলার জঙ্গলমহলের রাওতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়গড়ে সিং সর্দার পাড়ার কেউই সেই তালিকায় ঠাঁই পাননি। এই হতদরিদ্র পরিবারগুলি ছিটে বেড়ার দেওয়ালে ছেঁড়া ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছেন। প্রতি মুহূর্তে বাড়ি চাপা পড়ার আশঙ্কা নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভগ্নপ্রায় ঘরে বসবাস করছেন। এই পাড়ায় বাস আদিম জনগোষ্ঠী সিং সর্দার ও প্রধান পাড়া রায় পরিবারগুলির আবাস প্রকল্পে বাড়ির আবেদনও জানিয়েছেন তারা। অজানা কারণে রায়গড় গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারগুলি একজনের নামও ঠাঁই পায়নি আবাস প্রকল্পের তালিকায়। এনিয়ে সরব তারা। বাঁকুড়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি অনুসূয়া রায়ের বক্তব্য নিয়ে বিজেপি যতই বলুক শুধু তৃণমূল অনুগামীরা ঘর পাচ্ছে তা ঠিক নয়। কেন্দ্র তো ১০০ দিনের টাকা থেকে আবাসের টাকা সবই বন্ধ করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করেছেন। তবে সিপিএমের রানিবাঁধ এরিয়া কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত টুডুর বক্তব্য, 'তৃণমূল বলছে জঙ্গলমহল হাসছে। কিন্তু ওদের চোখের জল তারা দেখতে পাননি। দিন আনা-দিন-খাওয়া মানুষের দুর্দশা ঘোচেনি।' বিজেপির বক্তব্য, 'আবাস যোজনা দুর্নীতিতে ভরিয়ে তুলেছে তারা।' এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, শালতোড়া ব্লকের সালকা ও ঢেকিয়ায় আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা ১০ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ঢোকার পরেই প্রতারকেরা হাতিয়ে নেয়।' পুলিশের অনুমান, আধার এনাবেলড পেমেন্ট সিস্টেমে এই টাকা তোলা হয়েছে।

মেলেনি যুবশ্রী, ঝাড়গ্রামে তাই অনীহা যুবসাথীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: এক দশকেরও বেশি সময় আগে আবেদন করেও যুবশ্রী ভাতা পায়নি হাজার হাজার যুবক যুবতী। তার মাঝখানেই মুখ্যমন্ত্রী এবার নতুন করে যুবসাথী চালু করায় বিরোধীদের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছে সরকারি এই প্রকল্প। শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিরোধীদের অভিযোগ, চাকরি বা অন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারেনি এই সরকার। তাই যুব সমাজের মন টানতে ভোটের আগে মাসিক ১৫০০ টাকা বেকার ভাতা দেওয়ার প্রকল্প এনেছে সরকার।

শুভেন্দুর অভিযোগ, ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর ২০১৩ সালে বেকারদের জন্য যুবশ্রী প্রকল্প চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রকল্পেও আবেদন জমা পড়ে ১০ লক্ষ। কিন্তু ভাতা চালু করা হয় ১ লক্ষ জনের।

প্রশাসন সূত্রে খবর, যুবশ্রী প্রকল্পে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাসে ১৫০০ টাকা ভাতা পাওয়া যায়। যুবশ্রীতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়ায় প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার যুবকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেখানে দশ হাজার নতুন নাম যুক্ত করা হয়। কিন্তু সেই ২০১৩ সালে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা যে এক লক্ষ ছিল, বর্তমানে তা-ই রয়ে গেছে। কোটা বা ভাতা প্রাপকের সংখ্যা আর বাড়েনি। শুধুমাত্র ঝাড়গ্রাম এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে এরকম বঞ্চিত যুবক যুবতীর সংখ্যা প্রায় ৬৫০০০ হলেও যুবশ্রীতে ভাতা পায় মাত্র ২৬০০ জন। প্রশাসন সূত্রে খবর, শুধু ঝাড়গ্রাম জেলা নয় গোটা রাজ্যের ছবিটি একই। তেরো বছর আগে যুবশ্রীর জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নাম নথিভুক্ত করে বঞ্চিত হয়েছেন এরকম একাধিক বেকার যুবক-যুবতী এবার যুবসাথীর লাইনে দাঁড়িয়ে জানিয়েছেন, 'এক দশক পার হয়ে গেল যুবশ্রী জন্য আবেদন করেও কিছুই পেলাম না। যুবসাথীতে আবেদন করেই বা আর কি হবে?'

ঝাড়গ্রাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের আধিকারিক অরুনাভ দত্ত সাংবাদিকদের জানান, '২০১৩ সালে চালু হওয়া যুবশ্রী প্রকল্প মূলত একটি উৎসাহ ভাতা। এটাকে বেকার ভাতা বলা যাবে না। বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মে যোগ দেওয়ার জন্য এই ভাতা দেওয়া হয়।

রবিবার থেকে এ রাজ্যে যুবসাথী ভাতার জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে।' এদিকে বেকারদের এই ১৫০০ টাকা দেওয়ার প্রকল্প নিয়ে বিরোধীরা সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তারা বলছেন, 'এখনো ১৩ বছর আগের যুবশ্রী প্রকল্পের টাকাই পেল না আবেদনকারীরা। ভোটের আগে এবার আরেক ভাঁওতা দিতে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে যুবসাথী চালু করছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

পুরসভা ও পঞ্চায়েত চত্বরে শিবির করে যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম বিলি হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গত বৃহস্পতিবার রাজ্যে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অধিবেশনে চাকরি না পাওয়া মাধ্যমিক পাশ ছেলে ও মেয়েদের মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। যুবসাথী প্রকল্পের নাম দিয়ে সেই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রবিবার সরকারি নির্দেশ মেনেই জেলার সমস্ত পুরসভা ও পঞ্চায়েত চত্বরে শিবির করে যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম বিলি করেন পুরসভা ও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা। এদিন সকাল থেকেই পুরসভা এলাকাগুলিতে লম্বা লাইন দিয়ে মাধ্যমিক পাশ থেকে পিএইচডি পড়ুয়া সবাই যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। সমাজমাধ্যমে যুবসাথী প্রকল্পের প্রচার করেন শাসক দলের নেতা, কর্মীরা। বালি, বেলুড়, শ্রীরামপুরে উৎসাহী তরুণ, তরুণীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

শ্রীরামপুর পুরসভার উদ্যোগে যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন বিলি ও রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছিল শ্রীরামপুর স্টেডিয়াম মাঠে। সেখানে পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্তোষকুমার সিংহ, কাউন্সিলার শর্মিষ্ঠা দাস, তিয়াসা মুখোপাধ্যায়, অসীম পণ্ডিতরা উপস্থিত ছিলেন। রিষড়া রবীন্দ্র ভবনে ও বৈদ্যবাটি পুরসভা নিজেদের পুরভবন থেকেই এ দিন যুবসাথীর আবেদনপত্র বিলি করে। ওই কেন্দ্রগুলিতে ছিলেন রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র, বৈদ্যবাটির পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সুবীর ঘোষ। একই ছবি ছিল রিষড়া, রাজ্যধরপুর, সিঙ্গুর, বলাগড়, জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত অনেক ছেলেমেয়ে জানিয়েছেন, কেউ কলেজে পড়ছেন, কেউ আবার প্রতিযোগিতামূলক চাকরির জন্য পড়াশোনা করছেন। কেউ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করছেন। কেউ কেউ কাপড়ের দোকান, অনলাইন ডেলিভারির কাজ করেও সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। বিজেপির রাজ্যনেতা স্বপন পাল বলেন, 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট হয়েছে। দান খয়রাতি করে ভোট কেনার কৌশল। এত কিছুর পরেও তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত।' বামপন্থী নেতা প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'রাজ্য বাজেটে কর্মসংস্থানের কোনও দিশা নেই। এসব করে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তবে বাম জমানায় যাঁদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড ছিল, তাঁদের মাসিক ৭০০ টাকা করে বেকার ভাতা চালু করা হয়। শাসক দলের নেতারা যে 'প্রথম বেকার ভাতা' বলে দাবি করছেন, সেটা ভুল।'

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি নাদনঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নাদনঘাট: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে নাদনঘাট থানার সহযোগিতায় চাঁপাহাটি কেপিসি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালন করা হয়। সোমবার বিদ্যালয়ের সামনে থেকে নিমতলা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটারে র‍্যালি করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক সুমন দাস, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। ডিসিপি ট্রাফিক সুমন দাস বলেন, এই ধরণের কর্মসূচি তারা প্রায়ই করে থাকেন। বাচ্চাদের মধ্যে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন করা হলে ছোট থেকেই তাঁরা সতর্ক হবে। এবং তারা তাদের অভিভাবকদেরও সচেতন করবে। এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটাই কমে যাবে বলে তার ধারণা।

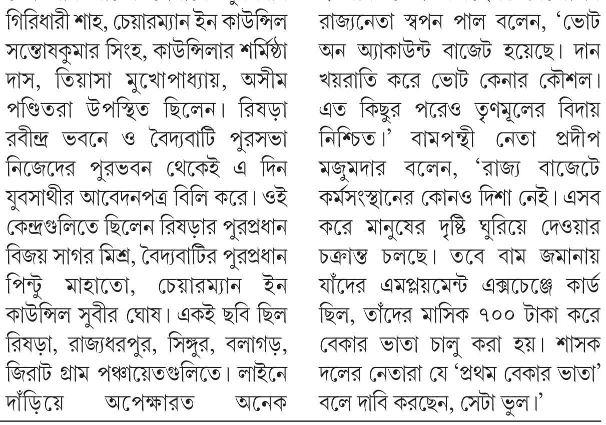

মহাশিবরাত্রিতে হুগলির উত্তরপাড়ায় শতাব্দী প্রাচীন বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরে ভক্তদের ভিড়।

৪০তম যাত্রা উৎসব ও প্রতিযোগিতার সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ৪০তম যাত্রা উৎসবের ও প্রতিযোগিতার সূচনা হল কাঁকসার ধোবাঘাটা গ্রামে। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতি বছরের মত এবছরও শান্ত শিব মন্দিরে পুজোর পাশাপাশি বসেছে মেলা। গত কয়েকশো বছর ধরে শিবরাত্রি উপলক্ষে এই গ্রামে শান্ত শিব মন্দিরে পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। পুজোর পাশাপশি বসে মেলা যা চলে পাঁচ দিন ধরে। পাশাপাশি শিবরাত্রি উপলক্ষে পাঁচ দিন ধরে যাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মেলা প্রাঙ্গনে। এই পাঁচ দিন ধরে যে সমস্ত যাত্রা কমিটি যাত্রা উপস্থাপন করে। তাদের মধ্যে যারা ভালো যাত্রা উপস্থাপন করেন এবং ভালো অভিনয় করেন। তাদের পুরস্কৃত করা হয় কমিটির পক্ষ থেকে। এদিন প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কাঁকসা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সী ও নব কুমার সামন্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেশ কোণার সহ যাত্রা জগতের শিল্পীরা ও এলাকার বিশিষ্ট জনেরা।

'যত পোস্টার পড়বে, তত ভোট বাড়বে'

আরামবাগে চ্যালেঞ্জ বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পোস্টার বিতর্ককে কেন্দ্র করে সরগরম পুরশুড়া। সেই প্রেক্ষিতে সাংবাদিক বৈঠক করে সরব হলেন। সোমবার আরামবাগের দৌলতপুরে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পোস্টারকাণ্ড নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে পুরশুড়া বিধানসভা এলাকায় বিমান ঘোষের নামে কুৎসিত ও ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টার পড়তে দেখা যায়। তা ঘিরে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন, 'বিজেপি নেতারা মানুষের বাড়ি বাড়ি গেলে মানুষ ফুল ছোঁড়ে, আর তৃণমূল নেতারা গেলে ঝাঁটা দেখাচ্ছে। মানুষের সমর্থন হারিয়েই তৃণমূল এই ধরনের কুৎসার রাজনীতি শুরু করেছে।' তিনি অভিযোগ করেন, এই পোস্টারকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলের এক যুবনেতা। যদিও অভিযুক্ত পক্ষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিমান ঘোষের দাবি, 'রাজনীতিতে যুক্তি ও আদর্শ থাকা উচিত। ব্যক্তি আক্রমণ বা পরিবারকে টেনে এনে রাজনীতি করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তৃণমূলের হাতে কোনও রাজনৈতিক ইস্যু না থাকায় তারা অপপ্রচারের পথ বেছে নিয়েছে।'

পাশাপাশি বিধায়কের নামে এলাকায় পেট্রোল পাম্প তৈরির যে পোস্টার পড়েছে, সেটিকেও সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।' এদিন তিনি আরও বলেন, 'পুরশুড়ায় আমার নামে যত পোস্টার পড়বে, প্রত্যেক পোস্টার পিছু ৫ হাজার করে ভোট বাড়বে বিজেপির।' একইসঙ্গে পুরশুড়া ও খানাকুলে দুই বিজেপি বিধায়কের নামে পোস্টার পড়ার ঘটনায় আইপ্যাকের ভূমিকা রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, তৃণমূলের একাংশ আইপ্যাকের পরামর্শে পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই পোস্টার বিতর্ক ঘিরে চাপানউতোর আরও বাড়তে পারে।

Recruitment Notice

Garhchumuk Kolia Teachers' Training College
Vill- Kolia, P.O.-Nabagram Sikipur, P.S- Shyampur, Dist- Howrah, Pin-711315.
Recognized by NCTE & Affiliated to BSAEU

Applications are invited for the post of Assistant Professors in Education (Foundation)-3, Sanskrit-1, Geography-1, Life Science -1, Physical Science-1, Hindi-1, Arabic-1, Urdu-1, Political Science-1, Commerce-1 for the B.Ed. Section of the College. Eligibility and Pay Scale as per NCTE norms. Apply within seven(7) days with CV (Mentioning name of the post) to e-mail id: info@gkttc.org. Contact: 9830178526. Details in: www.gkttc.org.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর,১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১। ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা যার অফিসের ঠিকানাজীবনদীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর,১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১** -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১১.১১.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী হাসিনা বিবি,** ঠিকানা , প্রযত্নে মহঃ সরজমান শেখ, গ্রাম - মল্লিকপুর, পোঃ - কৃষ্ণপুর, থানা- লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ -কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **৩৫,৮৫,২৭৯.০৫ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশত উনআশি টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র) ১১.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে ।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩৫,৮৫,২৭৯.০৫ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশত উনআশি টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র)** এবং তদুপরি হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ চার্জ ইত্যাদি সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

যদিও, ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :

দলিল নং আই-১২০৭০৩৭৮২, সাল ২০১৮। মৌজা নং ৯ পাহাড়পুর, থানা- লালগোলা, এ.ডি.এস.আর - ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ-এর অন্তর্গত আরএস খতিয়ান নং ৮৬১, ৭৯৭, ৩৬০, ৭৮, ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৫৫, আরএস দাগ নং ১৬৫০, এলআর দাগ নং ২৪১৭-এর ২৬ ডেসিমেল জমির মধ্য থেকে ৭.৪৮ ডেসিমেল বাস্তু (গৃহ) শ্রেণির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি **শ্রীমতী হাসিনা বিবির নামে** নথিভুক্ত। **সম্পত্তির চতুঃসীমা: উত্তরে-** প্রস্তাবিত কাঁচা রাস্তা, **দক্ষিণে-** মসজিদ ও দাতা, **পূর্বে-** পাকা রাস্তা, **পশ্চিমে-** নুরুল শেখ।

স্থান: পাহাড়পুর, লালগোলা — **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ১৩.০২.২০২৬ — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ, বাঁকুড়া রঘুনাথপুর রোড, মসজিদের পাশে, মাচানতলা, পিনকোড-৭২২১০১, পশ্চিমবঙ্গ
পরিশিষ্ট- ৪, [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি **প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি** উত্তরাধিকারীগণ কে অর্থ পরিশোধের আহ্বান জানান, ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ কে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, পেনাল সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগনের জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-মুক্ত করার জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগনের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	১) শ্রীমতী মিঠু ঠাকুরতা (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী সৌম্যজিৎ মিশ্র (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০৭১৩৬৭৫১০০০০৩০১৮ এবং ০৭১৩৬৭৫১০০০০৪৪৬৬	১) ২৭-১১-২০২৫ ২) ১০-০২-২০২৫ ৩) ৩০,৫৭,১৩৭.৮৪/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র), ০৯-০৭-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং তদুপরি সেই সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ ও চার্জ।	তফসিল-১ শ্যামরায়ের বাজার, দাগ নং- ১৩২৫ (এল.আর), জে.এল নং- ১০১, হোল্ডিং নং- ৩২২৮, ওয়ার্ড নং- ০২, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২১২২, মিশন হাই স্কুলের কাছে অবস্থিত ২ কাঠা জমির ওপর ৩০০০ বর্গফুটের নির্মিত ভবন এবং টাইটেল ডিড জমা রাখার মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তি।

তারিখ: ১৭-০২.২০২৬, — স্বা/-
স্থান: বাঁকুড়া — অনুমোদিত অফিসার,আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৬৭৪৭৮০৪৬০

পরিশিষ্ট -৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১০.০৩.২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৬০,০৬,৪৪,৫৬২.২৭ টাকা (ষাট কোটি ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ বাষট্টি টাকা এবং সাতাশ পয়সা) টাকা ৩১.০৫.২০১৩** অনুযায়ী এবং ০১.০৬.২০১৩ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সালাসার ইস্পাত লি** রেজিস্টার্ড অফিস পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম ৬ এম, কলকাতা - ৭০০০৫৪ এবং ব্যক্তিগদ জামিনদাতাগণ **(ক) শ্রী আনন্দ কুমার আগরওয়াল** ঠিকানা - ই/১-৬/১, ব্লক বি, ২য় তল, আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট, নর্থ ভিউর নিকট, জ্যাংরা বাগুইআটি কলকাতা - ৭০০০৫৯ **(খ) শ্রী আয়ুষ আগরওয়াল** ঠিকানা পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম ৬ এম, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **(গ) নিকুঞ্জ বোথরা** ঠিকানা ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি ফ্ল্যাট ৩৬, ৪র্থ তল, গঙ্গা যমুনা বিল্ডিং কলকাতা - ৭০০০১৭ কর্পোরেট জামিনদাতাগণ **(ঘ) মেসার্স ত্রিশক্তি মিনারেল ডেভলপমেন্ট প্রা. লি. (ঙ) এসএভি স্টিল প্রা. লি. (চ) অ্যাস্টোনিশ ফাইনানসারস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম ৬ এম, কলকাতা - ৭০০০৫৪ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৩.২০২৬ সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি ১ : বাণিজ্যিক ভবন একতলায় ভবনের নাম **ডলফিন টাওয়ার** অবস্থিত জেএল নং ১০০, এলআর দাগ নং ১১২ (অংশ), এলআর খতিয়ান নং ২২৩৭, ২২৩৮, ২২৩৯ এবং ২২৪০, মৌজা : কৃষ্ণপুর, থানা চণ্ডীতলা, জেলা : হুগলি, মোট এরিয়া ৩৩৪৫.১২ বর্গফুট, **দান দলিল নং ২০৭২/২০১১** রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-৩, কলকাতা, **সম্পত্তি আনন্দ কুমার আগরওয়াল** এর নামে। (সম্পত্তি আইডি : SBINGARALGACHA1STFL)	**সম্পত্তি ১ : ১,৩২,০০,০০০.০০ টাকা**	**সম্পত্তি ১ : ১৩,২০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি ২ : বাণিজ্যিক ভবন দোতলায় ব্লক এ এবং বি, ভবনের নাম **ডলফিন টাওয়ার,** অবস্থিত জেএল নং ১০০, এলআর দাগ নং ১১২(অংশ), এলআর খতিয়ান নং ২২৩৭, ২২৩৮, ২২৩৯, ২২৪০, মৌজা কৃষ্ণপুর, থানা চণ্ডীতলা, জেলা: হুগলি, মোট এরিয়া ৯৯৬৪.১৮ বর্গফুট। **দান দলিল নং ২০৬৭/২০১১, ২০৬৮/২০১১** রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ -৩, কলকাতা, সম্পত্তি আনন্দ কুমার আগরওয়াল এর নামে। (সম্পত্তি আইডি : SBINGARALGACHA1STFLOOR)	**সম্পত্তি ২ : ৪,৩৫,০০,০০০.০০ টাকা**	**সম্পত্তি ২ : ৪৩,৫০,০০০.০০ টাকা**
দায়বদ্ধতার বিস্তারিত, যদি কিছু থাকে : জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত নয়।	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

তারিখ : ১৭.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

AXIS BANK **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বর্তমান তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী অনুপ কুমার পাল	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৪৬৫৩৬৬৫২ অধীন **১৩,২১,৫৫১.১০ টাকা** বকেয়া ৩১.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই অংকের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত আছে) এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৪৬৫৩৬৬৬৫ অধীন **১,৭২,৪৫২.৪৮ টাকা** বকেয়া ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (এই অংকের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত আছে) খ) **২৩.০৬.২০২৫** গ) **১৬.০২.২০২৬**

স্থাবর সম্পদের বিবরণ
জে.এল নং - ৩৩, মৌজা - মাহাতা, থানা - ভাতার, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৭৩-এর অন্তর্গত এল.আর. দাগ নং - ৫৪০, এল.আর. খতিয়ান নং - ২১৪৬-তে অবস্থিত কমবেশি ৪ ডেসিমেল জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এবং সেই সাথে উক্ত জমির ওপর অবস্থিত আবাসিক ভবন ও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিং এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে মাটির সাথে যুক্ত বা মাটির সাথে যুক্ত কোনো কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আটকানো সমস্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি।

তারিখ: **১৭.০২.২০২৬** — স্বা/-
স্থান: **পশ্চিমবঙ্গ** — **অনুমোদিত অফিসার,অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

Form No INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be Published in the Newspaper for Shifting the Registered office of Company From "State of West Bengal" to "State of Maharashtra".

Before the Central Government Regional Director North Region.
Ministry of Corporate Affair

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

AND

In the matter of **MINOLTA FINANCE LIMITED** CIN L65921WB1993PLC057502 a Company incorporated under the Company Act 2013 having its registered office at Flat no. Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata, West Bengal, India, 700157
………(Applicant Company/Petitioner)

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government Power delegated to Regional Director under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed by Members in their Meeting held on September 19, 2025 to enable the Company to change its Registered office from the **"State of West Bengal" to "State of Maharashtra"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Nizam Palace II MSO Building 3rd Floor, 234/4 A.J.C. Bose Road Kolkata-700020 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Minolta Finance Limited
Registered Address: Unique Pearl, BL-A,
Hatiara, Roy Para, Kolkata,
Kolkata, West Bengal, India, 700157

For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Arvind Gala
Director
Place: Kolkata — **DIN: 02392119**
Date: 17.02.2026

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN: L17125WB1983PLC036209
রেজি. অফিস: দ্বিতীয় ফ্লোর, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিস: জি-০৫, গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্লট নং এসইউ, এলএসসি বি-ব্লক আরজি সিটি সেন্টার, লরেন্স রোড, দিল্লি-১১০০৩৫
ইমেল আইডি: info@hindusthancreditcapital.com,
ওয়েবসাইট: www.hindusthancreditcapital.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর সেকশন ১১০ এবং কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২২, সেবি লিস্টিং রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং প্রযোজ্য সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী, কোম্পানি ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবের জন্য তার সদস্যদের অনুমোদন চাইছে। কোম্পানি তার সকল শেয়ারহোল্ডারদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।
কোম্পানি সোমবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং একটি স্ব-ঠিকানাযুক্ত ডাকমাশুল প্রাক-প্রদত্ত খাম পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, যা শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের কাট-অফ ডেট অনুযায়ী সদস্যদের পাঠানো হয়েছে।
সকল সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে:
রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা **বুধবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (সকাল ৯-০০ টা আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১৯শে মার্চ, ২০২৬ (বিকেল ৫-০০ টা আইএসটি) তারিখে শেষ হবে।** এরপর এনএসডিএল (এনএসডিএল) কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর প্রাপ্ত কোনো পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সদস্যদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি বলে গণ্য করা হবে।
যথাযথভাবে পূরণ করা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম স্ক্রুটিনাইজারের কাছে ১৯শে মার্চ, ২০২৬, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫-০০ টার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। ১৯শে মার্চ, ২০২৬-এর পর প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সদস্যদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি বলে গণ্য হবে।
বোর্ড একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ উপায়ে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য এনএসপি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সি.পি. নং ১০৯৩৭)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।
যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি, তারা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে (দ্বিতীয় ফ্লোর, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৯) ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্মের জন্য আবেদন করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ফর্ম www.evoting.nsdl.com এবং www.hindusthancreditcapital.com ওয়েবসাইটগুলোতেও পাওয়া যাবে।
শুক্রবার, **১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ("কাট-অফ ডেট")** তারিখ অনুযায়ী ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ভোটিংয়ের (পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং ই-ভোটিং) সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন। কাট-অফ ডেট অনুযায়ী যারা কোম্পানির সদস্য নন, তাদের এই নোটিশটি কেবলমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে, এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -এ উপলব্ধ থাকবে।
যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট -এর কাছে ইলেকট্রনিক ফর্মের শেয়ারের জন্য এবং ফিজিক্যাল ফর্মের শেয়ারের জন্য কোম্পানির আরটিএ -কে rta@alankit.com ঠিকানায় ইমেল করে তা নথিভুক্ত করেন। ইমেলের সাথে আইএসআর-১ ফর্মে স্বাক্ষর করা রেজিস্ট্রেশন লেটার, সদস্যের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং অন্য যেকোনো নথির (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যয়িত কপি পাঠাতে হবে।
যেকোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা www.evoting.nsdl.com -এর 'ডাউনলোডক্ষ্ম' সেকশনে উপলব্ধ ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাহত্রে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিঃ, ৪র্থ তল, নম্যান চেম্বার, প্লট সি-৩২, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৫১ -এর মনোনীত ইমেল ঠিকানা: evoting@nsdl.co.in মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।
পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ২১শে মার্চ, ২০২৬ শনিবার বিকেল ৫-০০ টায় বা তার আগে চেয়ারম্যান অথবা তার দ্বারা অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি ঘোষণা করবেন। ফলাফলটি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে প্রদর্শিত হবে, স্টক এক্সচেঞ্জকে জানানো হবে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com -তে প্রদর্শিত হবে।
ই-ভোটিং সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের জন্য কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসারের সাথে info@hindusthancreditcapital.com ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের আদেশানুসারে
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান: গ্রেটার নয়ডা — **(পুনম শর্মা)**
তারিখ: ১৬-০২-২০২৬ — **কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার**

আগামিকাল মায়াপুর ইসকনে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দির দর্শনে আসছেন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরমপুজ্য শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ১৫২তম জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ২ টো ১৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মায়াপুর ইসকনে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণ করবে। অস্থায়ী হেলিপ্যাড থেকে সড়কপথে আসবেন ইসকনের শঙ্খ ভবনে। শঙ্খ ভবন থেকে যাবেন রাধামাধব সহ পঞ্চতত্ত্বের বিগ্রহ দর্শনে। এখানে ভগবানের উদ্দেশ্যে আরতি করার কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। মন্দির দর্শনের পর মায়াপুর ইসকনের পদ্মভবনে সাধু সন্তদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য মায়াপুর ইসকনে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হবে। এরপরেই তিনি যোগ দেবেন শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ১২৫তম শুভ আবির্ভাব উদযাপন অনুষ্ঠানে। সেখানে মঠ মন্দিরের সমস্ত ভক্ত-সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ফের সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার করে কলকাতা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মায়াপুর সফর ঘিরে চলছে জোরদার প্রস্তুতি। দফায় দফায় পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা হেলিপ্যাড-সহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে যেখানে যাবেন সমস্ত নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। এর আগে মায়াপুর ইসকনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আসার কথা থাকলেও যে কোনও কারণবশত তিনি আসতে পারেননি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তীর্থনগরী শ্রী চৈতন্য ভূমি নদিয়ার মায়াপুরে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মালদায় নার্সিংহোমে চাকরি দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা

প্রশাসনের দ্বারস্থ প্রতারক যুবক-যুবতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকার এক নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতারিত একদল যুবতী সোমবার জেলাশাসকের কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত লিখিত অভিযোগ জানালেন। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি ই-মেল করে কালিয়াচক থানার পুলিশকে জানিয়েছেন প্রতারিত ওই যুবতীরা। অভিযোগ উঠেছে, সুজাপুর স্ট্যান্ডের কাছে এক বেসরকারি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ গত এক বছর ধরেই হাজার হাজার যুবক ও যুবতীদের চাকরি দেওয়ার নাম করে মোটা টাকার বিনিময়ে প্রতারণা চালিয়ে আসছিল। আর অভিযোগ দায়ের হতেই এখ ন ওই নার্সিংহোমে তালা পড়েছে। গা ঢাকা দিয়েছে ওই নার্সিংহোমের মালিক কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও নানাভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাকরির ইন্টারভিউয়ের প্রচার চালানো হয়। বলা হয় জেলায় নতুন একটি ৪০০ বেডের এই নার্সিংহোম খুলতে চলেছে। প্রচারে উল্লেখ করা হয় এই নার্সিংহোমের প্রায় সাড়ে চার হাজার শূন্যপদ রয়েছে। নার্সিং, গ্রুপ ডি, টেকনিশিয়ান, সিকিউরিটি-সহ বিভিন্ন পোস্টে নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, ইউনিফর্ম ও ট্রেনিং এর জন্য দিতে হয় ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রতারিতদের অভিয়োগ প্রায় দশ হাজার বেকার যুবক যুবতীর কাছ তোলা হয় এই টাকা। যা হিসেব করলে দেখা যাবে কয়েক কোটি টাকা তোলা হয়েছিল প্রতারিতদের কাছ থেকে।

বীরভূমের মুরারই এলাকার যুবতী শাহনাজ পারভিন, রুমি খাতুনদের অভিযোগ, 'সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন ভাবে ওই নার্সিংহোমের কর্মসংস্থানের বিষয়টি জানতে পেরে আমরা ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম। আমাদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা করে সেই সময় নেওয়া হয়েছিল। যেদিন আমরা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, সেদিন আমাদের মতোন কয়েকশো যুবক-যুবতীরা ওই নার্সিংহোমে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলেই টাকা দিয়েছে। আমরা নার্স, টেকনিশিয়ান ও গ্রুপ ডি-তে আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজে নেওয়ার ব্যাপারে কোনও সদুত্তর জানানো হয়নি। পরে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে রীতিমত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।'

মালদার রতুয়া এলাকার যুবতী হাবিবা খাতুন বলেন, 'ল্যাব টেকনিশিয়ানের জন্য আমি ওই নার্সিংহোমে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলাম। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ইন্টারভিউ হয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ আমাকে পোশাক তৈরি করতে বলেছিল। এরপর কেটে গিয়েছে কয়েক মাস। আর কারো সঙ্গে কোনরকম ভাবে যোগাযোগ করতে পারে নি। এখন জানতে পেরেছি ওই নার্সিংহোমে তালা ঝুলছে। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের মতোন প্রতারিতরা গণস্বাক্ষর করে জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি।' প্রাথমিক তদন্তের পর কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, কিছু যুবতী ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আদায় প্রতারণা অভিযোগ করেছেন। ওই নার্সিংহোমের মালিক হচ্ছেন দুই ভাইবোন। তাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। অভিযোগ হতেই ওই নার্সিংহোম এখন তালা ঝুলছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সন্ধান চালানো হচ্ছে।

অন্ডালের ডিভিসির গেটে অবরোধ, বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বিনা নোটিসে ৯৬ জন শ্রমিককে বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ডিভিসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। যার জন্যই সোমবার সকাল সাতটা থেকে অন্ডাল ডিভিসি গেটের বাইরে বিক্ষোভ। বিক্ষোভের কারণে আটকে পড়ল ডিভিসির ইঞ্জিনিয়ার-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

বিক্ষোভকারীরা জানান, এদিন থেকে ১১ মাস আগে বিনা নোটিসে ডিভিসিতে কর্মরত ৯৬ জন শ্রমিককে বসিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এরপর ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার দরবার করার পরও কোনও সুরাহা হয়নি। আর সেই কারণেই ডিভিসির প্রধান পাঠকের কাছে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ জানান কাজ চলে যাওয়া শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের লোকজন। বিক্ষোভকারী তাপস রায় নামে এক ব্যক্তি জানান, ১১ মাস আগে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ কোনও নোটিস ছাড়াই তাদের কাজ থেকে বরখাস্ত করেছে। বারবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলো আলাপ আলোচনার পরও কোনও সুরাহা মেলেনি, মিলেছে শুধুই আশ্বাস। তাই অবরোধের পথে হেঁটেছেন। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না-পর্যন্ত বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকদের ডিভিসির ভেতরে ঢোকার গেট পাশ মিলছে, তাঁদের এই অবরোধ চলবে। অবরোধের গেটের বাইরে আটকে পড়ে ডিভিসির বহু কর্মী থেকে আধিকারিকরাও। যদিও এই বিষয়ে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভাতার ও বর্ধমান দক্ষিণে বিজেপির প্রকাশ্য চার্জশিট

তৃণমূলকে তোপ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে পূর্ব বর্ধমানে। সোমবার বর্ধমান জেলা কার্যালয় থেকে 'চার্জশিট, জবাব চাই' কর্মসূচিতে সামিল হয়ে ভাতার বিধানসভা কেন্দ্র ও বর্ধমান দক্ষিণকে ঘিরে একগুচ্ছ অভিযোগ প্রকাশ্যে আনলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রিক চার্জশিট প্রকাশ করে তিনি রাজ্যের শাসকদলকে একের পর এক ইস্যুতে কাঠগড়ায় তোলেন।

বিজেপির দাবি, ভাতারের কালুকতক গ্রামে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাদের অভিযোগ, 'বোমা-বারুদের রাজনীতি তৃণমূলের সংস্কৃতি' এই মন্তব্যই স্থান পেয়েছে চার্জশিটে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধিত ওড় গ্রাম ইকো সার্কিট পর্যটন প্রকল্প এখনও অসম্পূর্ণ, এমন অভিযোগও তোলা হয়েছে। বিজেপির বক্তব্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার।

এছাড়াও অভিযোগ, পুলিশ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বাক্স বাজেয়াপ্ত করলেও বৃহৎ মাদকচক্র শাসকদলের আমলে সক্রিয় রয়েছে, যা সমাজের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সাহেবগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সংকটের কথাও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাতারের তৃণমূল বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর বিরুদ্ধে জনজাতি সম্প্রদায়কে অপমান ও মানহানির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। প্রাক্তন মহিলা সভানেত্রী সুরি মান্ডিকে অপমান ও মারধরের ঘটনায় জনজাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও দাবি। কৃষকদের জন্য বরাদ্দ অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ শফিকুল আলমের বিরুদ্ধে।

এছাড়া ভাতারের একটি স্কুলে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে বিজেপি জানায়, প্রতিবাদী পড়ুয়াকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে স্কুলছাড়া করা হয়েছে। গরিব কৃষকদের জমি জবরদখল ও হুমকির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ গোপাল মণ্ডলের বিরুদ্ধেও। বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় প্রকাশিত চার্জশিটে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তোলা হয়েছে বিধায়ক খোকন দাস ও পৌরপিতা পরেশ চন্দ্র সরকার-র বিরুদ্ধে। অগ্নিমিত্রা পল দাবি করেন, 'তৃণমূল মানেই লুঠ'। তাঁর অভিযোগ, বর্ধমান শহরের মধ্যে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য মার খাচ্ছে। বিশেষ করে বি সি রোডের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তোলাবাজির অভিযোগ তুলে বৈদ্যবাটি দিল্লি রোড অবরোধের প্রসঙ্গেও সরব হন বিজেপি নেত্রী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'তোলাবাজির টাকা কে খায়, কোথায় যায়, সেটার জবাব চায় বিজেপি। তাঁর দাবি, এই সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং শাসকদল প্রকাশ্যে জবাব দিক। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এই 'চার্জশিট জবাব চাই' কর্মসূচি জেলায় রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলল। পালটা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কী জবাব দেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আবাসন বণ্টন ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় আবাসন বণ্টনকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর-এর নবীন পল্লি এলাকায়। দুর্গাপুর নগর নিগমের উদ্যোগে আবাসনের বৈধ নথি তুলে দেওয়ার দিনেই স্থানীয়দের একাংশ অভিযোগ তোলেন, এলাকার প্রকৃত বাসিন্দাদের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করেও বহু যোগ্য স্থানীয় বাসিন্দা চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পাননি। বরং যাঁদের স্থানীয় বলে মানতে নারাজ আন্দোলনকারীরা, তাঁদের হাতেই নথি তুলে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হয়েছে। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন তিন নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল-সহ ভারতীয় জনতা পার্টির একাধিক নেতা। তাঁদের হুঁশিয়ারি, স্থানীয় যোগ্য আবেদনকারীদের আবাসন না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সরকারি নিয়ম মেনে আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই করেই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। বহিরাগতদের আবাসন দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও জানান তিনি। বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

কাটোয়া স্টেশন অগ্নি-কাণ্ডে নাশকতার তত্ত্ব খারিজ পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ট্রেনের কামরা পরিদর্শনে এসে নাশকতার তত্ত্ব উড়িয়ে দিলেন পূর্ব রেলের আইজি অমিও নন্দন সিনহা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগুন বাইরে থেকে লাগানো হয়নি বরং কামরার ভেতর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশন-এ পৌঁছান আইজি। আগুনে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কামরাটি খতিয়ে দেখেন তিনি। কামরার ভিতরে প্রবেশ করে বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তদন্তকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। এর আগে সকালে ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে এসে নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে। আইজি জানান, আগুন লাগার সঠিক কারণ নির্ধারণে সিএফএসএল কাজ করছে। তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এটি কোনও নাশকতার ঘটনা নয়। তাঁর কথায়, 'আগুন ভেতর থেকেই লেগেছে। কামরার ভিতরে কোনও দাহ্য পদার্থ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'

বৈঙ্ক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

বিওবি মধ্যমগ্রাম শাখা
দেবজ্যোতি ধাম, চন্দনগড়, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০১২৯,
ইমেল: Madhya@bankofbaroda.com

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - এ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
'পরিশিষ্ট -৪-এ' [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রু রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি যা সুরক্ষিত ক্রেডিটারের কাছে বন্ধকীকৃত চার্জড আছে যার দখল সুরক্ষিত ক্রেডিটর **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার** অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন তা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অ্যাকাউন্টসমূহ থেকে বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে। ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদার (গণ)/সুরক্ষিত সম্পদ/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-অকশন, তারিখ ও সময়, ইএমডি এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম ও ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা, যদি থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-অকশনের তারিখ ও সময়	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি পরিমাণ / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের অবস্থা (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**শ্রীমতী বিথিকা বোস (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী দীপঙ্কর বোস, ঠিকানা- **'টেম্পল ভিশন'** ফ্ল্যাট নং- **জিএ**, গ্রাউন্ড ফ্লোর, হোল্ডিং নং-৭১, উত্তর বীরেশপল্লী, ওয়ার্ড নং-২৩, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৯ **শ্রীমতী দিপালী মিত্র (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী বিজয় মিত্র, ঠিকানা- শিবতলা ৩ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৯	মৌজা চক্রঘাটা, জে.এল নং ২৬, তৌজি নং ১৪৬, সাবেক দাগ নং ৩৭০, আর.এস দাগ নং ৭৫৬, এল.আর দাগ নং ৩০০৭, সাবেক খতিয়ান নং ২৩১, আর.এস খতিয়ান নং ২৩৪, এল.আর খতিয়ান নং ২১৩২, ২১৩৩, ২১৩৪, ২১৩৫ ও ২১৩৬ -এর অধীনে হোল্ডিং নং ৭১, উত্তর বীরেশপল্লী, ওয়ার্ড নং ২৩, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৯ -এ অবস্থিত **'টেম্পল ভিশন'** নামক **জি + ৪** ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি **৭০০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং- **জিএ** -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি ২০২৩ সালের ১ নম্বর বইয়ের ১৫০৩-২০২৩ ভলিউমে ১৪১১৩৪ থেকে ১৪১১৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত দলিল নং ১৫০৩০৪৪৪৪ অনুযায়ী এ.ডি.এস.আর.ও.- বারাসাত -এ নথিভুক্ত এবং **শ্রীমতী বিথিকা বোস,** স্বামী- শ্রী দীপঙ্কর বোস-**এর নামে রয়েছে।** **ফ্ল্যাটের চতুঃসীমা: উত্তরে-** খোলা আকাশ, **দক্ষিণে-** সাধারণ চলাচলের পথ, লিফট ও দোকানসমূহ, **পূর্বে-** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে-** খোলা আকাশ।	**২০,৮৭,১০৯.০০ টাকা** ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (০৮.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং সেই সাথে তদুপরি অপ্রয়োগকৃত ও অনাদায়ী সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ।	**২৪.০৩.২০২৬ দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত, ১০ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধি সহ।**	**২৩,৩১,০০০/- টাকা** / **২,৩৩,১০০/- টাকা** / **১০,০০০/- টাকা**	প্রতীকী	**১৩.০৫.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৫.০০ টা পর্যন্ত** **সংশ্লিষ্ট অফিসার শ্রী ভাস্কর সেন মোবাইল নং ৮৪২০৩৩৫০৬৬** (পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে)

সম্পত্তিটি বর্তমানে প্রতীকী দখল -এর অধীনে রয়েছে এবং ব্যাংক নিলাম ক্রেতাকে সম্পত্তিটি প্রতিকীভাবেই হস্তান্তর করবে।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm এবং https://baanknet.com** লিঙ্কে দেওয়া তথ্য দেখুন এছাড়াও আগ্রহী দরদাতারা **অনুমোদিত আধিকারিক শ্রী পি. কে. প্রধান, মোবাইল নং ৮৩৩৫০৭৫৪৪০**-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
১. এই বিক্রয়টি সুরক্ষিত পাওনাদার ব্যাংকের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল।
২. সম্পত্তিটি প্রতিকী দখলে রয়েছে এবং দরদাতা নিজ ঝুঁকি ও দায়িত্বে প্রতিকী দখলে থাকা সম্পত্তিটি ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাংক সম্পত্তির দখল শুধুমাত্র প্রতীকীভাবে হস্তান্তর করবে এবং সফল নিলাম দরদাতা/ক্রেতা ব্যাংকের কাছে বাস্তবিক দখল -এর দাবি করবেন না।
৪. বাস্তব দখল হস্তান্তরের জন্য ব্যাংক দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না।
৫. টাকা ফেরতের ক্ষেত্রে, সফল নিলাম ক্রেতা কোনো সুদ দাবি করার অধিকারী হবেন না।
৬. ই-অকশনের পরপরই সফল নিলাম ক্রেতাকে উপরোক্ত শর্তাবলী নিশ্চিত করে একটি ডিক্লারেশন কাম আন্ডারটেকিং জমা দিতে হবে।
বিক্রয়ের পর যদি সফল দরদাতা ডিক্লারেশন কাম আন্ডারটেকিং জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে বিড ইএমডি অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ- ১৭.০২.২০২৬, স্থান- মধ্যমগ্রাম **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

কালনার মহিষমর্দিনী ঘাটের সংস্কারের উদ্যোগ

পরিদর্শনে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ঐতিহ্যপূর্ণ কালনার মহিষমর্দিনী তলা এলাকায় থাকা মহিষমর্দিনী ঘাটের সংরক্ষণ ও সংস্কার করার বিষয়ে উদ্যোগী হলো প্রশাসন। সেই মতন সোমবার দুপুরে একটি প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন। কালনা মহকুমার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এলাকার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, কালনা পুরসভার পৌরমাতা রিনা ব্যানার্জি-সহ কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহিষমর্দিনী পূজা কমিটির কর্মকর্তারা পরিদর্শনে সামিল ছিলেন। সোমবার মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, '২০২৫-এ একটি স্কিম গিয়েছিল। সেই স্কিমটির অধীনে একটি হল এই ঘাটের সংস্কার। তাই সংরক্ষণের বিষয়ে কাজ হবে আগামী দু'দিনের মধ্যে। ইঞ্জিনিয়ারদের দেখিয়ে একটি স্কেচ তৈরি করে দ্রুত কাজ শুরু হবে।' এ বিষয়ে পুজো কমিটির এক কর্মকর্তা রাজা কুণ্ডু বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রাচীন এই ঘাটে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ স্নান করতে আসেন। এই ঘাটটিকে সংরক্ষণ করা হলে কালনাবাসীর বহু উপকার হবে।'

পাণ্ডবেশ্বরে যুবসাথী প্রকল্পে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে 'যুবসাথী' কর্মসূচি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলো সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক এবং পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও জনসাক্ষাৎ করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই দুই ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় যুবসাথী প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে যান তিনি। নিজে ঘুরে দেখেন কীভাবে সরকারি প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। পরিদর্শনের সময় তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁদের কোনও অভিযোগ বা সমস্যা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন। বিধায়ক জানান, 'দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লক এই ব্লকে যুব সাথীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, এবং কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পের সুবিধা নিশ্চিত করছেন। পাণ্ডবেশ্বর ব্লক খনি অঞ্চল অধ্যুষিত এই ব্লকেও প্রকল্পের কাজে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।'

সাংবাদিককে হুমকি, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের গুসকরা শহরের বাসিন্দা সুজিত বর্মন, পেশায় এক ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিক। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁকে ফোন করে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত হিসেবে নাম জড়িয়েছে আউশগ্রাম অঞ্চল তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে ব্লক তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ ইমদাজুলের। ঘটনার পরই সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

এই ঘটনার প্রতিবাদে আউশগ্রাম জঙ্গলমহল প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, একজন কর্মরত সাংবাদিককে এভাবে হুমকি দেওয়া গণতান্ত্রিক পরিসরে অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সাংবাদিক সুজিত বর্মন গুসকরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাড়ি বাড়ি প্রশ্ন, আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: যুবককে দেখে অনেকেরই সন্দেহ হয়। সকাল থেকেই ঘটনায় শোরগোল হুগলির দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। পরে, ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে দেখতে চান?' 'এলাকার বিধায়ক কেমন কাজ করছেন?' 'আপনি কাকে ভোট দিতে চান?' বাড়ি বাড়ি গিয়ে এরকমই বেশ কিছু প্রশ্ন করছিলেন এক যুবক। পরনে নীল প্যান্ট ও হালকা গোলাপি রঙের জামা, গলায় ঝোলানো আই কার্ড। স্থানীয়দের দাবি, এ দিন সকাল থেকেই ওই যুবক দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষার নামে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। পাড়ার বিভিন্ন দোকান, চায়ের ঠেকে গিয়েও ওই যুবক এই ধরনের প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। যুবকের আই কার্ডে উল্লেখ ছিল একটি কনসাল্টিং কোম্পানির নাম। একটি মোবাইল অ্যাপে সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করছিলেন ওই যুবক। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হতেই গ্রামবাসীরা যুবকের পরিচয় জানতে চান। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই যুবকের নাম বিকাশ শর্মা। যুবক উত্তরপ্রদেশের গুরুগ্রামের বাসিন্দা। পরে, ওই যুবককে ব্যান্ডেল ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পীযূষ ধর বলেন, 'বাইরের রাজ্য থেকে এক যুবক এসে বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। নানা ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। আমি ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দিই।'

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পাত্রসায়ের থানা এলাকা থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য, খুনের অভিযোগ বধূর পরিবারের, তদন্তে পুলিশ। বাঁকুড়া জেলা পাত্রসায়ের থানার হদল গ্রামের গৃহবধূ শ্রাবণী খাঁ-এর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। বয়স ২৮ বছর। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। মৃতবধূর পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে তাদের মেয়েকে। যদিও এখনও পাত্রসায়ের থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। বাঁকুড়া জেলা কোতুলপুর থানার ব্রহ্মডাঙা গ্রামের বাসিন্দা শ্রাবণী খাঁর নয় বছর আগে বিয়ে হয় পাত্রসায়েরের হদল গ্রামের বাসিন্দা ফটিক খাঁয়ের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কলহ চলছিল। মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, ফটিকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে তারই বৌদির। মাঝেমধ্যেই প্লাবনি খাঁয়ের ওপর অত্যাচার চলত এই ঘটনার জেরে। গতকাল হঠাৎ করেই শ্রাবণী খাঁয়ের পরিবারে ফোন করে জানানো হয়, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, পোঃঅঃ- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১১.০৩.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর বকেয়া রাশি **২,৭৩,৮৩,৮২৭.০০ টাকা** (দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত সাতাশ টাকা মাত্র)। (বিবি ৭৪,৬০,০৯২.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ১,৯৯,২৩,৭৩৫.০০ টাকা) **১০.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর সুদ/চার্জ ও ব্যয় সহ। **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স প্রণব মোটরস, স্বত্বাধিকারী- প্রণব দাস,** পিতা- প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র দাস, এফ-৬০/১৩৯/আই/৩০৪, রাজা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কল্যাণী, নদীয়া, ৭৪১২৩৫, পঃবঃ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১। ঋণগ্রহীতা: মেসার্স প্রণব মোটরস, স্বত্বাধিকারী- প্রণব দাস,** পিতা- প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র দাস, এফ-৬০/১৩৯/আই/৩০৪, রাজা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কল্যাণী, নদীয়া, ৭৪১২৩৫, পঃবঃ। **২। স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা- প্রণব দাস,** পিতা- প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র দাস, বাড়ি নং ২৮, কল্যাণী, মাঝেরচর, ১ নং ব্লক, ওয়ার্ড নং ১৪, পোঃ ও থানা- কল্যাণী, নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫, পঃবঃ। **৩। জামিনদার: সবিতা দাস** স্বামী প্রণব দাস বাড়ি নং ২৮, কল্যাণী, মাঝেরচর, ১ নং ব্লক, ওয়ার্ড নং ১৪, পো- ও থা- - কল্যাণী, নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫, পঃবঃ। **খ) কল্যাণী ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি ১ :** জমি ও ভবন / দোকান সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ২০১১ সালের টাইটেল ডিড নং আই-২৫০৪ অনুসারে মৌজা ৫৭, কাঁচরাপাড়া (কল্যাণী পৌরসভার অধীনে), শপ নং ১২, ভাস্কর প্লাজা, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক এ, জেএল ৫৭, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৩৪, ২৩৫ ও ২৩৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫ ও ৭২৬, রথতলা, কল্যাণী, নদীয়া-এ অবস্থিত। দোকানের পরিমাপ ২২০ বর্গফুট, **শ্রী প্রণব দাস,** পিতা প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র দাস **-এর নামে রয়েছে। চৌহদ্দি:** উত্তর- ৬ ফুট চওড়া পথ, দক্ষিণ- ৫ ফুট চওড়া পথ, পূর্ব- বিক্রেতার দোকান, পশ্চিম- মিটার রুম ও অন্য ব্যক্তি। **সম্পত্তি ২ :** জমি ও ভবন / দোকান সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ২০১০ সালের টাইটেল ডিড নং আই-৩৯৩৫ অনুসারে মৌজা ৫৮, কল্যাণী (কল্যাণী পৌরসভার অধীনে), জেএল ৫৮, আর.এস. দাগ নং ৩৫ ও এল.আর. দাগ নং ১৪৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৫, এলওপি ২৮, কল্যাণী, নদীয়া-এ অবস্থিত। পরিমাপ ০১ কাঠা ১০ ছটাক (কমবেশি), **শ্রী প্রণব দাস,** পিতা প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র দাস **-এর নামে রয়েছে। চৌহদ্দি:** উত্তর- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- শ্রী বালাগরি দাসের জমি ও বাড়ি, পূর্ব- ৫ ফুট চওড়া পথ, পশ্চিম- এলওপি ২৯ ও শ্রী রাজেন্দ্র দাসের বাড়ি।	**২,৭৩,৮৩,৮২৭.০০ টাকা** (দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত সাতাশ টাকা মাত্র)। (বিবি ৭৪,৬০,০৯২.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ১,৯৯,২৩,৭৩৫.০০ টাকা) **১০.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর সুদ/চার্জ ও ব্যয় সহ।	**ক) (১) ১০,০০,০০০.০০ টাকা (*) (দশ লক্ষ টাকা মাত্র)** **(২) ২৭,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (সাতাশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) (১) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **(২) ২,৭০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) উভয় সম্পত্তির জন্য **ঘ) সম্পত্তি ১: IDIB11662033317** **সম্পত্তি ২: IDIB11662033317A** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১১.০৩.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ১৩.০২.২০২৬ / স্থান: কল্যাণী **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইজরায়েলি তরুণী-সহ দু'জনকে গণধর্ষণ ও হত্যা
৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কর্নাটকের আদালতে

বেঙ্গালুরু, ১৬ ফেব্রুয়ারি: এক ইজরায়েলি তরুণী ও এক স্থানীয় তরুণীকে গণধর্ষণ, তাঁদের এক পুরুষ সঙ্গীকে খুনের ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিল কর্নাটকের নিম্ন আদালত। গত বছরে মার্চ মাসে বিদেশি পর্যটককে গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় মুখ পুড়েছিল কর্নাটক-সহ দেশের। শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে চরম শাস্তি দিলেন জেলা দায়রা আদালতের বিচারক। এই মামলাতেই সোমবার গঙ্গাবতী জেলা ও দায়রা আদালত তিন আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বিচারক মন্তব্য করেন, এই অপরাধটি বিরলের মধ্যে বিরলতম শ্রেণির মধ্যে পড়ে। তাই সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাল্লাশ ওরফে হান্ডিমাল্লা, সাই এবং শারানাপ্পা। ঘটনাটি কর্নাটকের কোপ্পালের। বেঙ্গালুরু থেকে এই শহরটি ৩৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানে ঘুরতে গিয়েছিলেন ইজরায়েলি তরুণী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক আমেরিকান যুবক। এছাড়া, মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশা থেকে আরও দুই যুবক কোপ্পালে ঘুরতে গিয়েছিলেন। তাঁরা একই হোম স্টে-তে উঠেছিলেন। ৬ মার্চ রাতে তাঁদের তুঙ্গভদ্রা নদীর খালের ধার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই হোম স্টে-র মালকিন। অভিযোগ, সেই সময়ে তাঁদের উপর হামলা হয়। প্রথমে তিন পর্যটককে মারধর করে ধাক্কা দিয়ে খালে ফেলে দেয় তিন যুবক। তার পর হোম স্টে-র মালকিন এবং বিদেশি তরুণীকে ধর্ষণ করে আসামীরা।

আমেরিকান যুবক এবং মহারাষ্ট্রের সেই পর্যটক দ্রুত জল থেকে উঠে আসতে পারলেও ওড়িশার যুবক উঠতে পারেননি। পরদিন সকালে খাল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দিয়ে মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট
'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক' ও 'মিঞা মুসলিম' বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: ভোটমুখী অসমে সম্প্রতি একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিতর্ক হয়েছে কখনও তাঁর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ভিডিওকে কেন্দ্র করে। কখনও আবার 'মিঞা মুসলিম' মন্তব্যকে ঘিরে। এই সব ঘটনা নজরে রেখে হিমন্তের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের এবং সিটের তদন্তের আর্জি জানিয়ে একটি মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার সেই মামলা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ মামলাকারীদের গুয়াহাটি হাইকোর্টে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

শীর্ষ আদালতের এই মন্তব্যের জবাবে আইনজীবী অভিষেক মনুসিংভি জানান, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের উপর আস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছেন। তিনি বলেন, 'এই মামলায় বিভিন্ন মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয় জড়িত। তাহলে কেন সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আসতে পারব না? অনুচ্ছেদ ৩২ তো সেই কথাই বলে। আমরা সিটের তদন্তও চাইছি। কিন্তু অসমের বসের (হিমন্ত) বিরুদ্ধে কী আর করবে সিট!'

যদিও সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তি মানতে রাজি হয়নি। সিংভির আর্জি ছিল, গুয়াহাটি হাইকোর্টের পরিবর্তে অন্য কোনও হাইকোর্টে মামলা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তা-ও মানতে চায়নি শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনাকে অন্য একটি হাইকোর্টে পাঠানো হলে, তা গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগেরই ইঙ্গিত দেয়। এই বিষয়টি আমি খারিজ করছি। আমাকে সারা দেশের বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক দায়িত্বের কথাও বিবেচনা করতে হয়।'

মামলা খারিজ করলেও পরোক্ষে অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক দলগুলি উচিত সাংবিধানিক বৈধতার মধ্যে থেকেই কাজ করা। তবে ভোটের আগে রাজনৈতিক আকচা-আকচি নিয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার প্রবণতা নিয়েও বার্তা দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি কান্ত বলেন, 'আপনারা কেন আগে গুয়াহাটি হাইকোর্টে গেলেন না? হাইকোর্টের বৈধতাকে অস্বীকার করবেন না। আপনারা গুয়াহাটি হাইকোর্টের উপর আস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।'

পাকিস্তানে মোটরসাইকেল বোমা বিস্ফোরণে নিহত ২

ইসলামাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি: ফের পাকিস্তানে বোমা বিস্ফোরণ। সোমবার সকালে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বাননু জেলায় একটি থানার সামনে মোটরসাইকলে বোমা বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে মৃত্যু হয়েছে এক শিশু-সহ দু'জনের। আহত অন্তত ১৭ জন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী বাহিনী। আহত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের এই প্রদেশে ধারাবাহিক ভাবে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এখানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষ লেগেই থাকে। পুলিশ জানিয়েছে, থানার সামনে মোটরসাইকেলে একটি টাইম বোমায় বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলেই মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা এক ব্যক্তি ও এক শিশুর। যে ১৭ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একাধিক হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এখনও পর্যন্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।

হরিয়ানায় পানীয় জলে বিষ, ১৫ দিনে মৃত্যু ১২ জনের

চণ্ডীগড়, ১৬ ফেব্রুয়ারি: পানীয় জল নিয়ে এ বার উদ্বেগ ছড়াল হরিয়ানায়। সেখানে পালওয়াল জেলার ছায়ানসা গ্রামে একের পর এক মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, গত ১৫ দিনে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে পাঁচ স্কুলপড়ুয়াও রয়েছে। যদিও সরকারি হিসাবে দু'সপ্তাহে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের।

কী কারণে একের পর এক মৃত্যু হচ্ছে, তা নিয়েও উদ্বেগে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। এলাকাবাসীদের একাংশের দাবি, দূষিত পানীয় জল থেকেই এই ঘটনাগুলি ঘটছে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে পিটিআই জানাচ্ছে, দূষিত পানীয় জলের বিষয়টি একবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে খাবারে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনাও। আপাতত সব দিক খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে হরিয়ানার স্বাস্থ্য দপ্তর।

সরকারি হিসাবে যে সাত জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে চার জনই হেপাটাইটিস বি-এর কারণে মারা গিয়েছেন। বাকি তিন জনের মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয় প্রশাসনের কাছে। বাকিদের কী কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন আধিকারিকেরা। হরিয়ানার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক সূত্রে ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই ঘটনা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩০০টিরও বেশি রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে মাত্র দু'টিতে হেপাটাইটিস বি অথবা সি পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন বাড়িতে ব্যবহৃত পানীয় জলের নমুনাও পরীক্ষা করা হয়েছে। ১০৭টি পরিবারের মধ্যে ২৩টি পরিবারের পানীয় জল গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সেগুলিতে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি হতে দেখা গিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক অসুস্থতার সঙ্গে এই পানীয় জলের সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেন না আধিকারিকেরা।

ময়দান

অকালপ্রয়াণ অন্ধ মোহনবাগান ভক্তের
ক্লাবের পতাকায় শেষ বিদায় সুমনকে, শোকস্তব্ধ ময়দান

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্যালারিতে বসে প্রিয় দলের খেলা দেখার সময় হৃদস্পন্দনে অনুভব করতেন সবুজ-মেরুন রঙকে। সেই অন্ধ মোহনবাগান সমর্থক সুমন গাঙ্গুলির অকালপ্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এল ময়দানে। শনিবার বর্ধমানে এক মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। রবিবার বিকেলে তাঁর মরদেহ প্রিয় ক্লাবের সামনে নিয়ে আসা হয়।সুমনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এদিন মোহনবাগান ক্লাবের পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহের ওপর সবুজ-মেরুন পতাকা তুলে দিয়ে যথাযথ সম্মান ও ভালোবাসা জানান বাগান কর্মকর্তারা। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।রবিবার সকালে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বর্ধমানে উপস্থিত হন সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। অন্যদিকে, গতকাল থেকেই পরিবারের ছায়াসঙ্গী হয়ে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য শিব শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে ময়নাতদন্ত থেকে শুরু করে মরদেহ কলকাতায় আনার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।সুমন গাঙ্গুলির প্রয়াণে শুধু তাঁর পরিবার নয়, মোহনবাগান গ্যালারিও হারাল এক পরম অনুগত যোদ্ধাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেছেন অসংখ্য সমর্থক। প্রিয় ক্লাবের পতাকা গায়ে জড়িয়েই চিরনিদ্রার দেশে পাড়ি দিলেন এই ফুটবল পাগল মানুষটি।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-84/25-26 Dated 13.02.2026
Exe. Engr.(Elect), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the work: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1007595_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in
Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-75/2025-26 (Sl. No. 1 & 2) Dated 29.01.2026
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 25.02.2026 in place of 13.02.2026 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_996147_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_996156_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2085/25-26 Dated 16.02.2026	Constraction of Surface Drain From H/O Biswanath Naskar to Arup Mandal's Shop at Srikhanda Biswabani in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,06,197.00

Bid Submission end date: **24.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 147/MF/I.T./T/25-26 Dated 16.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for procurement of Information Technology Materials. Last date of submission of tender: **25.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
আমাদের দেখুন : www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি শরৎ সদনের ১ (একটি) কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। ইচ্ছুক দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং প্রশংসাপত্রসহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ (অনলাইন) -২১.০১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন)- ২১.০২.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in
২৯৯ (১) /২৫-২৬
১৬.০২.২০২৬
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (শরৎ সদন)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No.146/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 16.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Repairing of water Sprinkler. Last date of submission of tender: **25.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Memo. No.: DMC/APAS/BR-5/006-(3) (EXT) Dated : 16/02/2026
CORRIGENDUM NOTICE

Tender Ref. No.	Tender ID
WBDMC/W/120(APAS) of 25-26 (3rd call)	2026_MAD_5011143_2
WBDMC/W/210(APAS) of 25-26 (3rd call)	2026_MAD_5011154_2
WBDMC/W/264(APAS) of 25-26 (3rd call)	2026_MAD_5011166_1
WBDMC/W/324(APAS) of 25-26 (3rd call)	2026_MAD_5011172_1
WBDMC/W/392(APAS) of 25-26 (3rd call)	2026_MAD_5011181_1
WBDMC/W/495(APAS) of 25-27 (3rd call)	2026_MAD_5011183_1
WBDMC/W/502(APAS) of 25-27 (3rd call)	2026_MAD_5011187_1
WBDMC/W/516(APAS) of 25-27 (3rd call)	2026_MAD_5011188_1
WBDMC/W/516(APAS) of 25-27 (3rd call)	2026_MAD_5011188_2
WBDMC/W/198(APAS) of 25-26 (4th call)	2026_MAD_5011340_1
WBDMC/W/212(APAS) of 25-26 (4th call)	2026_MAD_5011347_1

The Bid submission Closing date will be 20/02/2026 upto 9:00 AM in lieu of 16/02/2026 upto 9:00AM and Bid opening date will be 23/02/2026 upto 9:00 AM in lieu of 18/02/2026 upto 9:00AM. The other terms and conditions will remain unchanged.
For details : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No.	NIT Scheme name &Estd Cost,	
1.	Construction of BP Road	1) from Santosh Maity towards the house of Sankar Jana, Scheme Cost- 171888.00, NIT -499 (1)/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026 2) from Dipak Maity Shop towards River Embankment ,Scheme Cost- 171888.00, NIT -499(2)/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026 3) from Anchal Road towards the house of Krishna Sankar Bhunia ,Scheme Cost- 171888.00, NIT -499(3)/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026 4) from the house of Bijoy Majhi towards the house of Panchanan Halder ,Scheme Cost- 175014.00, NIT -499(4)/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026 5) from the house of Mrityunjay Maity towards the sluice gate River Embankment ,Scheme Cost- 149497.00, NIT -499(5)/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026 6) from the house of Nikhil Adak towards the house of Mohitosh Bera ,Scheme Cost- 171888.00, NIT -499(6)/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026 7) from the house of Swadesh Das towards the house of Natendranath Jana ,Scheme Cost- 144339.00, NIT -499(7)/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026
2.	Upgradation of Van Stand	1)At Brajaballavpur Van Stand ,Scheme Cost-165439.00, NIT -500/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2026
3.	Construction of Pucca Drain	1) from Baro Culvert towards Sluice Gate, Scheme Cost- 214840.00, NIT -501(1)/ 15th FC Tied/ NIT/ BGP /2026 2) from Anchal Road towards the house of Ashoke Manna,Scheme Cost- 214840.00, NIT -501(2)/ 15th FC Tied/ NIT/BGP /2026 3) from the house of Rathin Bhunia towards the pond side of Madhab Bera ,Scheme Cost- 210602.00, NIT -501(3)/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2026 4) from the house of Pranab Bera towards sima of Srihari Bera,Scheme Cost- 210602.00, NIT -501(4)/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2026 5) from Harekrishna Das Culvert towards Sunil Giri Pond, Scheme Cost- 224190.00, NIT -501(5)/ 15th FC Tied/ NIT/ BGP /2026 6) from Uttam Manna House towards Sarkari Darin,Scheme Cost- 217590.00, NIT -501(6)/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2026 7) from Himangshu Maity House towards the house of Lakshmikanta Das ,Scheme Cost- 155222.00, NIT -501(7)/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2026 8) from Anchal Road towards the house of Sukesh Das, Scheme Cost- 293518.00, NIT -501(8)/ 15th FC Tied/NIT/ BGP /2026

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-3 is : 24/02/2026,10-00 a.m.
For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.**Tender title:- NIT No:- NM/ABPS/NIT-135e/2025-2026 to NM/ABPS/NIT-137e/2025-2026, Tender ID-2026_MAD_5011923_1, 2026_MAD_5012002_1, 2026_MAD_5011913_1, Type of Work:- Construction of Cement Conc Road & Drain for APAS Project, Bid Submition End Date:- 21-02-2026 at 05:00 PM, Bid Open Date:- 23-02-2026 at 10:00 AM,** N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://tenders.wb.gov.in/ also given https://nabadwipmunicipality.in
SD/- Chairman,
Nabadwip Municipality

TENDER NOTICE
Sealed e-tender vide "**NIT No. 03/Nalhati/2025-2026, Dated: 21.01.2026**" is hereby invited from the bonafide, resourceful and experienced contractor for work. **(a)** Tender value for **NIT 03/Nalhati/2025-26**: Rs. 4,96,244.00 **(b)** Downloading of bidding documents from e-procurement portal: **17.02.2026** at **10:00 hrs.** and **(c)** Last date of application: **24.02.2026** up to **18:30 hrs.**
For more details visit website
www.wbtenders.gov.in
Officer-In-Charge
WBCADC, Nalhati-I Project

TENDER NOTICE
Percentage rate E-Tender invited
1. **NIT No. 12/APAS/CGP/ 2025-2026, Dt- 10-02-2026 & Memo No- 897(04)/ APAS/ 2025-2026.** Last Date & Time submission bids **18-02-2026.** Interested contractor / Agency may visit Notice Board of Chandpur Gram Panchayat
Sd/- Prodhan
Chandpur Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 154/PW/ Eng/26 Dt. 16-02-26
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 105, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 135/PW/Eng/ APAS/25 & ET. 149/PW/Eng/ APAS/26 Dt. 20-11-25, 24-11-25, 26-11-25, 31-12-25, 30-01-26
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. ঃ ইএনজিজি-পাইপস্টাফকিউআর-২৫-২৬এলএলএইচ অ্যান্ড ইএনজিজি-স্টাফকিউআর-২৫-২৬-এলএলএইচ, তারিখঃ ১২.০২.২০২৬। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে এবং সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিভাগগুলিতে উপযুক্ত তালিকাভুক্ত প্রখ্যাত, স্বীকৃত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএনজিজি -পাইপস্টাফকিউআর -২৫-২৬এলএলএইচ। কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/লিলুয়া-র অধীনে লিলুয়ার বিভিন্ন কর্মচারীদের সুবিধাবলির উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে গার্ডিনার রোড থেকে স্ট্রেচি রোড পর্যন্ত এবং স্টেশন কলোনি ইত্যাদিতে জীর্ণ/পুরোনো পাইপ লাইনগুলির প্রতিস্থাপন ও পীয়ার্স রোডে স্টাফ কোয়ার্টার্সগুলির উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৫,৩০,৮৭৮.৫৫ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৭,৭০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএনজিজি -স্টাফকিউআর -২৫-২৬-এলএলএইচ। কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/লিলুয়া-র অধীনে লিলুয়ার বিভিন্ন কর্মচারীদের সুবিধাবলির উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জেনাইনস রোড, নিউ জেনাইনস রোড, ওল্ড জেনাইনস রোড, স্ট্রেচি রোড, বেলুড় রোড, ফিন্ডলে রোড এবং গার্ডিনার রোডের জীর্ণ স্টাফ কোয়ার্টার্সগুলির উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৭,৪০,৩৩৪.২৪ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৭৩,৭০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ ও তৎসহ (যদি কোনো) সংশোধনী থাকে তাহলে তা পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। MISC-396/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৪১, তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৪২। কাজের নাম ঃ** "এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৮-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৮৯-আর। কাজের নাম ঃ** "এইএন/এইচকিউ/হাওড়া-র অধীনে জোনাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা কেন্দ্র তথা ইপিসি বিল্ডিং নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫টি স্টপ, ৫টি প্রবেশপথ, ৮ জন যাত্রী বহন ক্ষমতার (৫৪৪ কেজি) মেশিন রুম/ মেশিন রুম বিহীন (এমআরএল) প্যাসেঞ্জার লিফ্ট (জি+৪) ডিজাইন, নির্মাণ করা এবং সরবরাহ করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৪,৪৮,৩৮৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৬৯,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-620/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 73 of 2025-2026 Sl. No. 1 & 2 Dated 27.01.2026
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 21.02.2026 at 13:55 hrs. and will be opened on 24.02.2026 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

আগ্রহের প্রকাশ (ই.ও.আই.)
দঃ পূঃ রেলওয়ে ডিভিশনাল হসপিটাল, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গের রোগীদের ডায়গনস্টিক পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য
নং.ঃ এমইডি/ কেজিপি/ এমওইউ/ সিটি/ এমআরআই/ ১৭৪ তারিখঃ ১২.০২.২০২৬
(১) ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক ডিভিশনাল হসপিটাল, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুরের রোগীদের ডায়গনস্টিক পরীক্ষা যেমন, সিটি স্ক্যান, পিইটি স্ক্যান, এমআরআই, ম্যামোগ্রাফি, ইকো-কার্ডিও গ্রাফি, ইইজি, টিএমটি, হল্টার মনিটরিং, এন্ডোস্কোপি (উপরের ও নীচের জিআই) ডপলার স্টাডি, কোলনোস্কোপি, কোল্পোস্কোপি, ইএমজি, এনসিভি, পিএফটি, ইভিএল, ভিইপি ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য খড়গপুরে বা খড়গপুরের কাছের ইচ্ছুক এনএবিএইচ স্বীকৃত হাসপাতাল/এনএবিএল স্বীকৃত ডায়গনস্টিক সেন্টারদের কাছ থেকে আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করা হচ্ছে। (২) হাসপাতাল/ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলির এ ধরনের হাসপাতাল/ডায়গনস্টিক সেন্টার চালাবার জন্য এইআরবি এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নিকট হতে লাইসেন্স সহ বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। ইওআই-এর সঙ্গে সকল নথি জমা দিতে হবে। (৩) বিদ্যমান সিজিএইচএস হারে বা হাসপাতাল/ডায়গনস্টিক সেন্টার দ্বারা অফার করা কোন আরও কম হারে পরীক্ষাগুলির মূল্য হার প্রদেয় হবে। (৪) একটির বেশি হাসপাতাল/ডায়গনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে এমওইউ হতে পারে। এমওইউ ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বা যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিবর্তিত বা বাতিল হচ্ছে ততক্ষণ বৈধ থাকবে। (৫) কোন পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের মেমো সহ রোগীদের রেফার করা হবে। রোগীদের জন্য পরিষেবা নগদবিহীন হবে এবং রেলওয়েজ দ্বারা আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে মূল্য প্রদানের ব্যবস্থার জন্য প্রতিমাসে রেফারেল মেমো এবং রিপোর্ট সমেত বিল জমা দিতে হবে। (৬) ইওআই **চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, দঃপূঃ রেলওয়ে ডিভিশনাল হাসপাতাল, ৩য় এভেনিউ, সাউথ সাইড, পোঃ খড়গপুর, জেলা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১**-এর অফিসে সিলকরা খামে জমা দিতে হবে। **ইওআই জমার শেষ তারিখ ১৪.০৩.২০২৬।**
(PR-1191)
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

পোস্ট অফিসে রাখলে ২ লক্ষ টাকা পাঁচ বছর পর মিলবে ৯০,০০০ সুদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমানে, মুদ্রাস্ফীতি ক্রমাগত বাড়তে থাকায়, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে বড় চিন্তা হল সঞ্চয় নিরাপদ এবং রিটার্ন। শেয়ার বাজার ঝুঁকিপূর্ণ, এবং ব্যাঙ্কের এফডি-তে দেওয়া সুদ এখন আর আগের মতো আকর্ষণীয় নয়। এই পরিস্থিতিতে, পোস্ট অফিসের ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করছে।

পোস্ট অফিসের এফডি কেন ব্যাঙ্কের এফডি থেকে আলাদা?

বেশিরভাগ মানুষ যখন এফডি শব্দটি শোনেন, তখন তারা অবিলম্বে ব্যাঙ্কের এফডি-র কথা ভাবেন, কিন্তু পোস্ট অফিসও টাইম ডিপোজিট নামে একটি অনুরূপ স্কিম রয়েছে। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, পোস্ট অফিসের এফডি-তে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিশ্চিতা থাকে। এর মানে হল, বিনিয়োগ সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং আপনার টাকা হারানোর কোনও ঝুঁকি নেই।

পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিট কী?

পোস্ট অফিসের এফডি-কে আনুষ্ঠানিকভাবে পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিট বলা হয়। এই স্কিমে, বিনিয়োগকারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করেন এবং মেয়াদপূর্তিতে একটি নির্দিষ্ট সুদের হার-সহ টাকা ফেরত পান। এই স্কিমটি ১ বছর, ২ বছর, ৩ বছর এবং ৫ বছরের জন্য উপলব্ধ, যা বিনিয়োগকারীদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়।

বর্তমান সুদের হার

বর্তমানে, পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিটের সুদের হার বিভিন্ন মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। এমনকি স্বল্পমেয়াদী এফডি-তেও একটি সুষম রিটার্ন পাওয়া যায়। ৫ বছরের এফডি-তে সর্বোচ্চ সুদ দেওয়া হয়। এই কারণেই যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করতে চান, তারা এই বিকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে আপনি কত রিটার্ন পাবেন?

যদি কোনো বিনিয়োগকারী ৫ বছরের পোস্ট অফিস এফডি-তে ২ লক্ষ টাকা জমা করেন এবং বার্ষিক ৭.৫ শতাংশ সুদের হার অর্জন করেন, তবে পাঁচ বছর পর মেয়াদপূর্তির মূল্য প্রায় ২.৮৯ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। এইভাবে, বিনিয়োগকারী কোনও ঝুঁকি ছাড়াই প্রায় ৯০,০০০ টাকার একটি সরাসরি এবং নিশ্চিত লাভ পেতে পারেন।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প

যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের টাকা আটকে রাখতে চান না, তাদের জন্য পোস্ট অফিস ১ বছর, ২ বছর এবং ৩ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি) বিকল্পও সরবরাহ করে। যদিও এই স্কিমগুলির সুদের হার কিছুটা কম, তবুও নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতার দিক থেকে এগুলি অনেক ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে ভাল প্রমাণিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ কর সংক্রান্ত তথ্য

৫-বছরের পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিট আয়কর আইনের ৮০সি ধারা অনুযায়ী কর সুবিধার জন্য যোগ্য। তবে, ফিক্সড ডিপোজিট থেকে অর্জিত সুদ করযোগ্য, এবং যদি সুদের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তবে উৎস কর (টিডিএস) কাটা হতে পারে। বিনিয়োগ করার আগে করের নিয়মগুলি বোঝা অপরিহার্য।

পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিট কেন নির্ভরযোগ্য? পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর সরকারি নিশ্চয়তা। এছাড়াও, সুদের হার প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থ মন্ত্রক দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়, যা বিনিয়োগকারীদের এই আস্থা আরও বাড়িয়ে তোলে যে তাদের অর্থ নিরাপদ হাতে রয়েছে।

রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হলে পাবেন দেড় লাখ টাকার ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা, এই সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানুন

বিপদ কখন আসে, তা কেউ বলতে পারে না। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। যে কোনও পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সময়। যদি সঠিক সময়ে আহত ব্যক্তিকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছনো যায়, তাহলে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। কয়েক মিনিটের ফারাকেই অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। যাতে পথ দুর্ঘটনায় আর প্রাণ না খে য়াতে হয়, তার জন্য় কেন্দ্রের বড় উদ্যোগ। চালু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী রাহাত প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে পথ দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি ও ক্যাশলেস চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় যে সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো চিকিৎসা প্রদান করা হলে প্রাণ বাঁচানো যেত। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রথম এক ঘণ্টা হল গোল্ডেন আওয়ার। এই সময়ের মধ্যে যদি আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা যায়, তাহলে প্রায় ৫০ শতাংশ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব। সেবা তীর্থে স্থানান্তরের পর প্রধানমন্ত্রী রাহাত প্রকল্পের অনুমোদনই ছিল প্রথম সিদ্ধান্ত। এই রাহাত প্রকল্প ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম ১১২ হেল্পলাইনের সঙ্গে যুক্ত। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বা পথচলতি যে কেউ ১১২ নম্বরে ডায়াল করলঅ তা নিকটবর্তী হাসপাতাল ও অ্যাম্বুল্যান্সে খবর দেওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওই মুহূর্তেই দেবে। এতে পুলিশ, ইমার্জেন্সি সার্ভিস ও হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয় করতে আরও সুবিধা হবে।

কীভাবে সুবিধা পাবেন?

- প্রধানমন্ত্রী রাহাত প্রকল্পের অধীনে ক্যাশলেস চিকিৎসারও সুবিধা পাওয়া যাবে। দুর্ঘটনার দিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত ব্যক্তি পিছু দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে।
- গুরুতর নয়, এমন চোট বা আঘাতের ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা এবং গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টা চিকিৎসা প্রদান করা হবে।
- ভেরিফিকেশনের ভিত্তিতে এই ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে। গোটা বিষয়টি ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

হাসপাতালের খরচ

চিকিৎসায় হাসপাতালের যে খরচ হবে, মোটর ভেহিকেল অ্যাক্সিডেন্ট ফান্ড থেকে সেই খরচ রিইমবার্সড করে দেওয়া হবে। যে গাড়ি ধাক্কা মেরেছে, সেই গাড়ি যদি ইন্সুরেন্স করা থাকে, তাহলে জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা দেওয়া হবে। যদি ইন্সুরেন্স না থাকে বা হিট অ্যান্ড রান কেস হয়, তাহলে সরকার নিজের বাজেট বরাদ্দ থেকে এই টাকা দেবে। অ্যাপ্রুভ করা ক্লেম ১০ দিনের মধ্যে সেটেল করতে হবে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে।

ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল আয়োজিত 'দধিতিলক' অনুষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষা লিজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রূপক গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্প্রতি অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সুরঞ্জন দাস। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্টজন।

ইউসেফের জোড়া গোলে নর্থইস্ট বধ ইস্টবেঙ্গলের

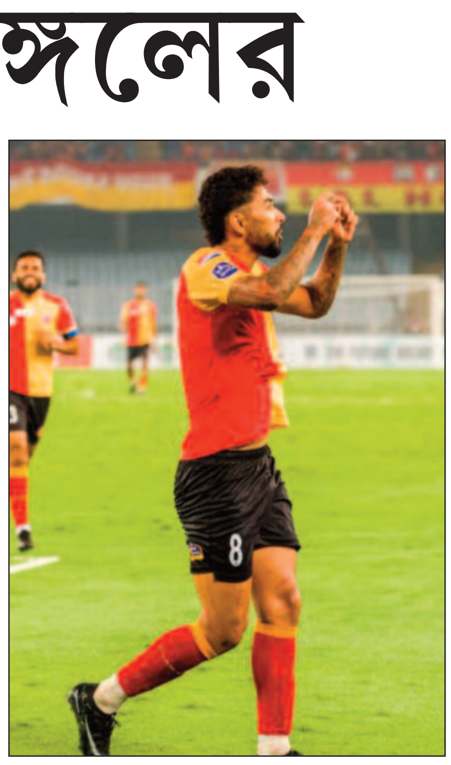

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে আসার পর থেকেই শুরুটা সুখকর হয় না ইস্টবেঙ্গলের। প্রত্যেক বছর প্রথম ম্যাচে পরাজয় দিয়েই আইএসএল অভিযান শুরু করে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ব্যতিক্রম হল সোমবারের যুবভারতী। প্রায় ১৯ হাজার সমর্থকদের সামনে আইএসএলের প্রথম ম্যাচ জয় দিয়ে শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। ৩-০ গোলের ব্যবধানে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারাল অস্কারের ছেলেরা। জোড়া গোল করেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ফরোয়ার্ড ইউসেফ এজ্জেজ্জারি। অভিষেকেই নজর কাড়লেন তিনি। ম্যাচের শেষ মূহুর্তে গোল করেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা। প্রিয় দলকে দুরন্ত ছন্দে দেখে একরাশ আশা নিয়ে বাড়ি ফিরল লাল-হলুদ সমর্থকরা।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেন অস্কার ব্রুঁজোর ছেলেরা। প্রথম ১০ মিনিটেই সুযোগ তৈরি করে। ৯ মিনিটে বাঁ দিক থেকে জয় গুপ্তার শটে বিশেষ জোর ছিল না। গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে একাধিক সুযোগ তৈরি করেও গোল করতে ব্যর্থ হয় বিপিন-নন্ধরা। ১৭ মিনিটে বাঁ দিক থেকে দারুণ ক্রস বাড়ালেন বিপিন। কিন্তু জায়গায় ছিলেন না রশিদ। ফের নিশ্চিত গোলের সুযোগ হাতছাড়া। ২৩ মিনিটে মিগুয়েলের দুর্দান্ত পাস থেকে রশিদের শট গোলপোস্টের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৩৬ মিনিটে বক্সের বাইরে ডানদিকে বল পেয়ে দূরপাল্লার শট নেন রশিদ। কিন্তু বল পোস্ট লেগে ফিরে আসে। ৪৫ মিনিটে নর্থইস্টের আক্রমণ রুখলেন আনোয়ার আলি। জিতিনকে রুখে না দিলে নিশ্চিত গোল ছিল নর্থইস্টের। ৫১ মিনিটে মিগুয়েলের শট দুর্দান্ত ভাবে বাঁচিয়ে দেন নর্থইস্টের গোলকিপার গুরমিত। ৬৫ মিনিটে ইউসেফের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। জিকসনের থেকে বল পান বিপিন। সেখান থেকে ক্রস পেয়ে হেডে গোল করেন ইউসেফ। ৭১ মিনিটে এডমুন্ডের পাস থেকে দ্বিতীয় গোল করেন ইউসেফ। অতিরিক্ত সময়ে মিগুয়েল গোল করে নর্থইস্টকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিল।

ইডেনে জয়ের হ্যাটট্রিক, সুপার এইটে ইংল্যান্ড!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ড বনাম ইতালি ম্যাচে যদি প্রশ্ন ওঠে;সর্বোচ্চ স্কোরার কে? অনেকেই হয়তো বলতেন জস বাটলার, ফিল সল্ট বা হ্যারি ব্রুক। কিন্তু চমকটা এল ইতালির তরফে। অচেনা নাম বেন মানেন্তি ২২ বলেই পূর্ণ করেন অর্ধশতরান, শেষ পর্যন্ত ২৫ বলে ৬০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন ২৪০ স্ট্রাইক রেটে। ইনিংসে ছিল ৬টি ছক্কা ও ৪টি চার। ম্যাচের সর্বোচ্চ স্কোরার তিনিই।

ইতালির ক্রিকেট যে এভাবে ইডেনের আলো কাড়বে, তা অনেকেই ভাবেননি। ওপেনার জাস্টিন মস্কা ৪৩ রান করে ভালো শুরু দিলেও মাঝের সারি ভেঙে পড়ে। শেষদিকে গ্র্যান্ট স্টিয়ার্ট পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে ৪৫ রান করে লড়াই জমিয়ে তোলেন। গ্যালারিতে ইতালির সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে ইডেন সরগরম হয়ে ওঠে।

তার আগে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড। শুরুতেই ব্যর্থ জস বাটলার (৩)। ফিল সল্ট ১৫ বলে ২৮ রান করে ফেরেন। জেকব বেথেল, টম ব্যান্টন ও স্যাম করন ছোট ছোট ইনিংসে রান যোগ করেন। তবে এদিন ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটার ছিলেন উইল জ্যাকস। মাত্র ২১ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করে ২২ বলে অপরাজিত ৫৩ রান করেন তিনি। তাঁর মারকুটে ইনিংসে ছিল ৪টি ছক্কা ও ৩টি চার। ইংল্যান্ড নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে তোলে ২০২ রান।

রান তাড়া করতে নেমে বেন মানেন্তি (৬০) ও গ্র্যান্ট স্টিয়ার্ট (৪৫) ইতালিকে লড়াইয়ে রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৪ রানে জয় পায় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের হয়ে জেমি ওভার্টন ও স্যাম করন নেন তিনটি করে উইকেট, জোফ্রা আর্চার নেন দুটি। ম্যাচে এক দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে। এক ব্রিটিশ ব্যাটারের ছক্কায় গ্যালারিতে বসা এক মহিলা সমর্থক আহত হন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সব মিলিয়ে, ফল ইংল্যান্ডের পক্ষে হলেও আলো কাড়লেন ইতালির বেন মানেন্তি। ইডেনের আলোয় তাঁর ঝলমলে ইনিংসই হয়ে রইল ম্যাচের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট।

সুদীপের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ক্যাচ ছেড়ে স্বস্তি নেই বঙ্গ শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় দিনের শেষে লড়াই জমে উঠেছে। প্রথম দিনে 'রক্ষাকর্তা' হয়ে ওঠা সুদীপ কুমার ঘরামির সেঞ্চুরিতে ভর করে বড় স্কোরের স্বপ্ন দেখে ছিল বাংলা। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই সেই স্বপ্নে ধাক্কা লাগে। ৫ উইকেটে ২৪৯ রানে দিন শুরু করেছিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। আশা ছিল, অন্তত ৩৫০,৩৭৫ রানের গণ্ডি পেরোবে বাংলা। কিন্তু গত দিনের ব্যক্তিগত স্কোরে মাত্র ১০ রান যোগ করেই এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন সুদীপ। তাঁর বিদায়ের পর থেকেই বাংলার ব্যাটিংয়ে ভাঙন ধরে। শাকির হাবিব গান্ধী, আকাশ দীপ, মহম্মদ শামিরা দ্রুত আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন। জম্মু-কাশ্মীরের পেস আক্রমণের নেতৃত্বে থাকা আকিব নবির গতি ও নিখুঁত লাইন-লেংথে চাপে পড়ে যায় বঙ্গ শিবির। শেষের দিকে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন সুমন্ত গুপ্ত। মাত্র ৩৬ বলে ৩৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। কিন্তু যুধবীর সিংয়ের বলে তাঁর আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৩২৮ রানে গুটিয়ে যায় বাংলার ইনিংস। আকিব নবি একাই ৫ উইকেট তুলে নিয়ে কার্যত ম্যাচে বড় ফারাক গড়ে দেন। গত মরশুমেও রনজিতে ৪৪ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি। চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই ৫১ উইকেট ঝুলিতে পুরে জম্মু-কাশ্মীরের পেস ইউনিটকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে বাংলার বোলাররাও পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেননি। শুরুতে দ্রুত কয়েকটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফেরে তারা। কিন্তু বড় ধাক্কা আসে একটি ক্যাচ মিসে। অধিনায়ক পরশ ডোগরাকে ৯ রানে জীবনদান করেন উইকেটকিপার হাবিব গান্ধী। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পরশ আবদুল সামাদের সঙ্গে ১৪৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন। প্রাণ ফিরে পেয়ে তিনি রনজি ইতিহাসে ১০ হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন। শেষ পর্যন্ত মুকেশ কুমারের বলেই ৫৮ রানে তাঁর ইনিংস থামে। তার আগে শামির বলে ৮২ রানে ফেরেন আবদুল সামাদ।

দ্বিতীয় দিনের শেষে জম্মু-কাশ্মীরের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১৯৮। এখনও ১৩০ রানে পিছিয়ে তারা। বাংলার হয়ে শামি ও মুকেশ কুমার যথাক্রমে ৩ ও ২টি উইকেট নিয়েছেন। তৃতীয় দিনে দ্রুত উইকেট তুলে লিড নিশ্চিত করাই এখন বঙ্গ ব্রিগেডের প্রধান লক্ষ্য।

আমিরশাহিকে হারিয়ে সুপার-এইটের দৌড়ে থেকে গেল আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: হারলেই বিদায় এমন ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে ৫ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নিল আফগানিস্তান। গত ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ডাবল সুপার ওভারে হারের ক্ষত ভুলে সোমবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দাপুটে প্রত্যাবর্তন করল তারা। এই জয়ের ফলে সুপার এইটের দৌড়ে গাণিতিকভাবে টিকে থাকল আফগানরা, আর সেই সঙ্গে গ্রুপ পর্বের তিন নম্বর স্থানে উঠে এল তারা।

টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি আমিরশাহীর। মাত্র ১৩ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় তারা। তবে তৃতীয় উইকেটে প্রতিরোধ গড়েন আলিশান শারাফু ও সোহেব খান। দুজনে মিলে ৮৪ রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ গড়েন। শারাফু ৩১ বলে ৪০ রান করে আউট হলেও সোহেব খান ৪৮ বলে ৬৮ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস খেলেন (৬টি চার ও ৪টি ছক্কা)। অন্যদিকে আমিরশাহী ব্যাটার মহম্মদ আরফানকে আউট করে এদিন একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন রশিদ খান প্রথম বোলার হিসেবে টি-২০ ক্রিকেটে ৭০০ উইকেট নেওয়ার মাইলস্টোন গড়লেন তারকা লেগস্পিনার। ১৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুতেই শূন্য রানে আউট হন মারকুটে ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ। গুলবাদিন নইব (১৩) ও সিদিকুল্লাহ অটলও (১৬) দ্রুত বিদায় নিলে চাপে পড়ে দল। তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যান ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান। ৪১ বলে ৫৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। জাদরান আউট হওয়ার পর ম্যাচের হাল ধরেন দারউইশ রসুলি ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই। পঞ্চম উইকেটে তাদের ৪৩ রানের জুটি আফগানদের জয় নিশ্চিত করে। ৪ বল বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আফগানিস্তান। যা চলতি বিশ্বকাপে তাদের প্রথম জয়।